শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 April, 2021 ■ আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১১ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ২,৬২৪ জনের, ৩.৪৬-লক্ষাধিক নতুন সংক্রমণ

গ্রামের সকলকে টিকার দু'টি ডোজ দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.)।। ভারতে করোনা কেড়ে নিল আরও ২,৬২৪ জনের প্রাণ। দেশে কোভিড সংক্রমণের হার দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে। ফের সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ভারতে ৩.৪৬-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২, ৬২৪ জনের। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৪৬,৭৮৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৬২৪ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২৫.৫২-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৩৮ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩৮,৬৭,৯৯৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৩.৪৯ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৪৬,৭৮৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৬,১০,৪৮১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,৬২৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৯,৫৪৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৪০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১,২৪,৩২৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৩২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের অভিঘাতে ত্রস্ত ভারত। শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। কিন্তু, করোনাকে যেভাবেই হোক গ্রামে পৌঁছনো রুখতে হবে, শনিবার এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ' গ্রামের সকলে যাতে টিকার দু''টি ডোজ পান তা নিশ্চিত করতে হবে।' মোদী এদিন বলেছেন, 'আপনাদের অংশগ্রহণেই সফল হবে টিকাকরণ কর্মসূচি। কোনও গরিব অথবা অভাবীকে মানুষ যাতে না খেয়ে ঘুমোতে না হয়, সেজন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা শুরু করা হয়েছে।'

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এক বছর আগে আমরা যখন পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে দেখা করেছিলাম, তখন গোটা দেশ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। সেই সময় আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, করোনা যাতে গ্রামে পৌঁছতে না পারে, সেই লক্ষ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনারা করোনাকে গ্রামে তো পৌঁছতে দেননি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডুকলিতে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। শনিবার সকালে মধ্য ডুকলি এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্য ডুকলি এলাকায় সজল দেব নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে বলে আশঙ্কা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই যুবক নেশাগ্রস্ত থাকতো। অনেক সময় বাড়ি করে যেত না। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা কিংবা কারো সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি করার কোনো নজির নেই বলে দাবি করেছেন আত্মীয় পরিজনরা। তাদের অভিযোগ ওই যুবককে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপুটের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। সাতসকালেই বর্ডার গোলচক্কর চৌহান পাড়া এলাকায় তপন চৌহান নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় বর্ডার গোলচক্কর এর চৌহান পাড়ায় এক যুবক আত্মঘাতী হয়েছে। আত্মঘাতী যুবকের নাম তপন চৌহান।

জানা যায় মাত্র কয়েকদিন আগে তার বাবা মারা গিয়েছেন। সবেমাত্র শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয় তপন চৌহানের। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সে কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তপন চৌহান নামে বয়স ৩৪ এর যুবক। শনিবার তার মৃতদেহ ঘরের ভিতরে গলায় লাগানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় ঢেউয়ে শতক পার রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১২৭ জন, সক্রিয় ৬২৭

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) ।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় শতক পার করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এই প্রথম শতক পার হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় ১২৭ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের থেকেও ভয়ংকর দিকেই এগিয়ে চলেছে বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬২৭।

সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় সর্বাধিক ৮২ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। এছাড়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৩ জন, খোয়াই জেলায় ১০ জন, গোমতি ত্রিপুরা জেলায় ৬ জন, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় ৬ জন, উনকোটি জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় ৪ জন এবং সিপাহীজলা জেলায় ১ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সমস্ত জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, পর্যাপ্ত অক্সিজেন-র যোগান রেখেছে ত্রিপুরা সরকার। বোধজং নগরে ফিলিং স্টেশনে জোরকদমে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রস্তুত করার কাজ চলছে। ত্রিপুরা প্রশাসনের দাবি, করোনা পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠলেও হাসপাতালে শয্যা এবং অক্সিজেনের ঘাটতি হবে না।

করোনা মোকাবিলায় বাজার স্থানান্তরে চলছে চিন্তাভাবনা ঃ এসডিএম

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনার প্রকোপ মোকাবিলায় আগরতলায় বাজার স্থানান্তরের পরিকল্পনা চলছে। তবে, তাতে কিছু কিছু সমস্যাও রয়েছে। তাই, আজ স্থানীয় বাজার কমিটির সাথে আলোচনা করেছেন সদর মহকুমা শাসক(এসডিএম) অসীম সাহা। তাঁর কথায়, গতবছর লকডাউন ছিল তাই বাজার স্থানান্তরের বিশেষ সমস্যা হয়নি। কিন্তু, এবছর পরিস্থিতি ভিন্ন, ফলে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।

তাঁর সাফ কথা, বাজারে ভিড় এড়ানো মূল উদ্দেশ্য। তাতে, বাজার স্থানান্তর ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। মূলত, ভিড় এড়াতেই বিকল্প চিন্তাভাবনা চলছে, বলেন তিনি। অসীম বাবুর বক্তব্য, ইতিমধ্যে বাজার কমিটি-র সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, বাজার স্থানান্তরের কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বর্ষা ঋতুতে ব্যবসায়ীরা ভীষণ সমস্যায় পড়েন। কোথাও জল জমে যায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বড় সাফল্য

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.)।।২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসনের সুবিধা নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ (পি এম এ ওয়াই জি) চালু করেছিল। কম খরচে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের পাকাবাড়ি নির্মাণে সহায়তা হিসাবে সমতল এলাকায় ১,২০,০০০ টাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় ১,৩০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তার আগে ইন্দিরা আবাস যোজনার সময়ে পাহাড়ি এলাকার ক্ষেত্রে ৭৫,০০০ টাকা দেওয়া হতো। উল্লেখ্য, সোসিও ইকোনমিক ফাস্ট সেনসাস-২০১১-এর সমীক্ষা অনুযায়ী যারা শূন্য/এক/দুই রুম বিশিষ্ট কাঁচা বাড়িতে বাস করেন তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দফতর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন দফতর থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার ৭৫ শতাংশ গৃহ আধা স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রেণীর যার মধ্যে ৮৩ শতাংশই হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায়। রাজ্যে ৭৫ শতাংশ আবাসনই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল পাঁচ নং ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে গ্রামীণ এলাকার কাঁচা মাটির ঘরে বসবাসকারী লোকদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। বৃষ্টিপাতের হার বেশি হওয়ায় ত্রিপুরাতে মাটির কিংবা বাশের ঘরে জি সি আই সীটের চাল তৈরি করতে বেশি দেখা যায়। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দূর্ঘটনায় দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কে কল্যাণপুর বনদপ্তর অফিসের সামনে পথ দূর্ঘটনায় দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গুরুপদ দেববর্মা ও সঞ্জীব দেববর্মা নামের দুই যুবক তেলিয়ামুড়া থেকে বাইকে করে তাদের বাড়িতে যাচ্ছিল।

তাদের বাড়ি বৈরাগী পাড়া এলাকায়। দ্রুতবেগে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় কল্যাণপুর বনদপ্তরের অফিসের সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এমবিবি বিমানবন্দরে করোনা টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। রাজ্যে আগমনকারী বিমান যাত্রীদের করোনা টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শনিবার থেকে আগরতলা বিমান বন্দরে যারা অবতরণ করেন প্রত্যেককেই করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে। তবে যেসব বিমান যাত্রী ৭২ ঘন্টার সময়সীমার মধ্যেকার আর টি সি সি আর দেখাতে পারবেন তাদেরকে করোনা টেস্ট করা হবে না বলে জানিয়েছেন বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে অনুযায়ী আগরতলা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রাজ্যেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহি রাজ্য থেকে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে করণরো সংক্রমিত হচ্ছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান বিশেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ অনলাইনে পরীক্ষার দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে শনিবার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখালেন। তাঁদের বক্তব্য, করোনার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্তই জরুরি হয়ে পরেছে। কিন্ত, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতে অনলাইন পরীক্ষার কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাতে, করোনা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে দাবি ছাত্রছাত্রীদের।

আজ একাংশ ছাত্রছাত্রী আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্লা-কার্ড হাতে নিয়ে তারা বিশেষ করে অনলাইন পরীক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন। জনৈক ছাত্র বলেন, আজ আমরা অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। কারণ, করোনার প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও করোনা আক্রান্তের খবর মিলেছে। অথচ, ত্রিপুরা সরকার তেমন কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইকফাই কলেজে ইতিমধ্যে অনলাইন পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, করোনা থেকে বাচাতে পরীক্ষা স্থগিত রাখুক, নয়তো অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিয়ে দফায় দফায় পরীক্ষার ব্যবস্থা হোক। তা সম্ভব না হলে অনলাইনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুক ত্রিপুরা সরকার। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা বাকি রয়েছে। ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ১ মে পরীক্ষার সূচী নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া প্রথম বর্ষের পরীক্ষা মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে সূচী নির্ধারিত হয়েছে।

প্রাপ্যতার ভিতিতে দেয়া হবে টিকা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার ফেইসবুক বার্তায় বলেন, রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই ভাল। তবে সরকার ঘোষিত নিয়মানুযায়ী ১লা মে থেকে ১৮ বছরের উর্দ্ধে এবং ৪৫ বছরের নিচে ব্যক্তিদের করোনার টিকা প্রদান করা হবে। তবে এই টিকা দেওয়া হবে মূলত কি পরিমান মিলবে তার ভিত্তিতে। তিনি ফেইসবুক ভিডিও বার্তায় আরও বলেন, গত বছর করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ত্রিপুরা প্রশাসন সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এবারে আমাদের কাছে রয়েছে টিকা।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের টিকাকরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে টিকাকরণ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, ৬৫ শতাংশই ৪৫ বছরের উপরে ব্যক্তিদের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়ে গেছে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৮ থেকে ৪৪ বয়সের ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে জনগণের কাছে আবেদন রাখা হচ্ছে যারা স্বাস্থ্য কর্মী তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ১৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে টিকা ক্রয় করার জন্য।

তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দিল্লিতে সর্বোচ্চ সংক্রমণের বিষয়টি চিহ্নিত করেছে কেন্দ্র সরকার। তিনি দাবি করেন, পূর্বত্তোরের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা কিছুটা নিরাপদ রয়েছে শুধুমাত্র মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং সচেতনতার ধরুন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮ বছরের উর্ধে সকলকে বিনামূল্যে করোনার টিকা দেবে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় ১৮ বছরের উর্ধে কলকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে, সব মিলিয়ে ১৩৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ৪৫ বছরের উর্ধেসকল-কে করোনা-র প্রতিষেধক বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ বছরের উর্ধে সকল-কে প্রতিষেধকের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ মে থেকে তাদের প্রতিষেধক দেওয়া হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৮ ঘন্টা এম্বুলেন্সে ! বিনা চিকিৎসায় হরিয়ানায় মৃত্যু করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরার যুবক মিঠুনের

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.)।। কেবলই প্রাণের খোঁজ ! ৪৮ ঘন্টা শুধু এম্বুলেন্সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটাছুটি করেও মিলল না কোন হাসপাতালে ঠাঁই। ফলে, করোনা আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় বহিঃরাজ্যে কর্মরত ত্রিপুরার এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। হরিয়ানার রেওয়ারি জেলায় কর্মরত ত্রিপুরার যোগেন্দ্র নগরের নিবাসী মিঠুন চক্রবর্তীর মর্মান্তিক পরিণতি গোটা দেশের বিভীষিকাময় চিত্রই তুলে ধরেছে। করোনা এতটাই নিষ্ঠুর, তাঁর সহ কর্মীরাও তাঁকে কোন রকম সহায়তা করেননি। তবে, কঠিন পরিস্থিতিতে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এম্বুলেন্স চালক। তাঁকে বাঁচানোর জন্য ৪৮ ঘন্টা এম্বুলেন্স নিয়ে ছুটেছেন হরিয়ানা থেকে দিল্লি। মিঠুনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছ থেকে তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির বিষয়ে জেনে শিউরে উঠেছে মন।

মিঠুন চক্রবর্ত্তী

মিঠুন চক্রবর্তী ত্রিপুরায় যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ছিলেন। আগরতলায় টিআইটি থেকে ডিপ্লোমা করে বহিঃ রাজ্যে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চ শিক্ষা নেন। পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর বহিঃরাজ্যেই কর্মজীবন শুরু করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র কর্ম জীবনেও সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর পরিবারে মা, স্ত্রী ও দেড় বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তাঁরা কলকাতায় রাজারহাট-এ বসবাস করছেন। কর্মসূত্রে তিনি হরিয়ানার রেওয়ারি জেলায় থাকতেন।

মিঠুনে নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন, আজ থেকে তিন দিন আগে তিনি করোনা আক্রান্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে কোন সাহায্য করেননি। বরং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়ে দায় এড়িয়ে যান। ওই আত্মীয়ের কথায়, রেওয়ারি জেলায় কোন হাসপাতালে করোনা আক্রান্তকে ভর্তি করার মত শয্যা ছিল না। ফলে মিঠুন একটি এম্বুলেন্স ভাড়া নেন এবং হাসপাতাল খুজতে শুরু করেন। কিন্ত কোথাও ঠাঁই মিলছিল না। ফলে, বাধ্য হয়ে হরিয়ানা থেকে দিল্লি যান মিঠুন। কিন্ত, দিল্লি-তে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ, তাই বাধ্য হয়ে ফের হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

ওই আত্মীয় বলেন, গুরগাঁওতে গিয়ে এম্বুলেন্সের চালক মিঠুনের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং শীঘ্রই হাসপাতাল ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। এরই মধ্যে তাঁর এক আত্মীয় রেওয়ারি জেলায় একটি হাসপাতালে শয্যা খালি রয়েছে খোঁজ পান এবং তাঁকে সেখানে ভর্তি হতে বলেন। গতকাল রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ রেওয়ারি জেলায় অরবিন্দ যাদব হাসপাতালে যখন তাঁকে ভর্তি করা হয় ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ওই আত্মীয় বিষাদের সুরে বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাঁকে ভর্তি করে একটি ইনজেকশন দেন। কিন্ত, তাঁর বাঁচার কোন আশা নেই সেকথাও সোজা বলে দেন। আজ সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে বিশালগড় কাঞ্চনমালা সড়ক অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে বিশালগড় মহকুমার চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পানীয় জলের দাবিতে বিশালগড় কাঞ্চনমালা পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী।পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করল এলকাবাসী। ঘটনা বিশালগড় মহকুমাধিন চাম্পামুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু কলোনি এলাকায়।দীর্ঘ ৫-৬ মাস যাবত এলাকাবাসীর পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন।এলাকায় একটি ওয়াটার পাম্প হাউজ আছে।

যা দীর্ঘ ৫-৬ মাস যাবত বিকল হয়ে আছে। এই পাম্প হাউজটি এলাকার একমাত্র জলের চাহিদা মেটানোর মাধ্যম। এই সমস্যা সম্পর্কে বার বার এলাকার প্রধান, উপ-প্রধানকে জানানো সত্ত্বেও তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহন করছে না। পুরো এলাকার মানুষ এখন শুধুমাত্র একটি টিউবওয়েলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ডিডাব্লিউএস দপ্তর এই সমস্যা নিরসনে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করছে না। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষোভে তারা জলের কলসি, বালতি নিয়ে বিশালগড় - কাঞ্চনমালা সড়ক অবরোধ করে। এদিকে পাম্প অফিসের অপারেটর শিব শংকর শীল জানায়, ৫-৬ মাস পূর্বে পাম্পের মোটরে কাদা এবং বালি উঠত।

তারপর তিনি এই সমস্যার কথা ডিডাব্লিউ দপ্তরে জানানোর পর দপ্তর থেকে নতুন করে পাইপ বডিং করে বসানো হয়। কিন্তু জি আই পাইপের সংকট থাকায় তা পাম্প মেশিনে সংযোগ করা হচ্ছে না। যার দরুন মেশিন দিয়ে জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে জল সরবরাহ করতে বিঘ্ন ঘটছে। এলাকাবাসীর জানায় শীঘ্রই তাদের এই সমস্যা সমাধান না হলে তারা বড়সর আন্দোলনে যাবে। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ এই জলের সমস্যার সমাধানে দপ্তর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৯১ ◻ ২৫ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ১১ বৈশাখ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়

ভারতে করোনার বিপর্যয়ের এক বছর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন চলিতেছে সেকেন্ড ওয়েভ। ফার্স ওয়েভের মোকাবিলা করিবার সময়েই সারা পৃথিবী বুঝিয়া গিয়িছিল এই আপদ সহজে বিদায় হওয়ার নয়। নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিবার পাশাপাশি সবার জন্য কার্যকরী ভ্যাকসিনই আপাতত বাঁচার রাস্তা। ভ্যাকসিন নিয়া গবেষণা এবং ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার ব্যাপারে ভারতের গবেষকরা গোড়া থেকেই প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়াছেন। সরকারও সহায়তা করিয়াছে। বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছে প্রস্তুতকারকরাও। দু'টি সংস্থার তৈরি ভ্যাকসিনের ভরসায় ভারত টিকাকরণের শুভ সূচনা করে ১৬ জানুয়ারি। ভারতের ড্রাগ কন্টোলারের অনুমোদন নিয়া প্রথম দফায় হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার এবং ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কারদের সুযোগ দেওয়া হয়। তাহা সত্ত্বেও ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যাপারে অনেকের মনে প্রশ্ন, সংশয়, সর্বোপরি ভয় কাজ করে। অভিযোগ পাওয়া যায়, কিছু ডাক্তারের ভিতরেও দ্বিধা ছিল। তাঁহারা নির্দিষ্ট দিনে টিকা নেননি। দ্বিতীয় দফায় টিকাকরণ শুরু হয় ১ মার্চ থেকে। যাটোর্ধ সমস্ত নাগরিক এবং ৪৫ বছরের উর্ধে কোমরবিড ব্যক্তিদের জন্য। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, করোনায় মৃতদের ৮০ শতাংশের বেশি ৪৫ বছরের উর্ধরে নরনারী। তাই জনসংখ্যার এই অংশটিকে 'মোস্ট ভালনারেবল' চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিছুদিন আগে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণের পরিধি আরও বাড়ানো হইয়াছে। ৪৫ বছরের উর্ধরে সবাইকেই ভ্যাকসিন গ্রহণের অনুমতি দিয়াছে সরকার। এখন এই দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ চলিতেছে দেশজুড়ে।

টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইতেছে না বলিয়া প্রথম দফা থেকেই অভিযোগ উঠিয়াছে। এই বিশাল ভারতের এখনও পর্যন্ত মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ নাগরিকের দু'টি ডোজের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। কয়েক কোটি মানুষ একটি ডোজ নিয়া দ্বিতীয় ডোজ পাওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন। অথচ সরকার জুলাই মাসের ভিতরে ২৫ কোটি মানুষের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করিবার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করিয়াছে। ভারত সরকার এই ঘোষণার সময় গর্ব করিয়া বলিয়িছিল যে, ভারতেই সবচেয়ে দ্রুত টিকাকরণ চলিতেছে। এই প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনকেও পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে ভারত। কিন্তু তাহার অল্পদিনের মধ্যেই ছয়টি রাজ্যে ভ্যাকসিনের জোগানে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যাহার জন্য এই রাজ্যগুলি 'ধীরে চলো' নীতি নিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। সেকেন্ড ওয়েভ মারাত্মক আকার নেওয়ার মধ্যে এই দুঃসংবাদে রাজ্যে রাজ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। সঙ্কটের একটা কারণ হয়তো, ভারতকে বহু দেশে ভ্যাকসিন পাঠাইতে হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে ৬ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়াছে ভারত। সঙ্কটের এটাই একমাত্র কারণ নয়। সরকার লক্ষ করিয়াছে, অনেক রাজ্যে ব্যাপক হারে টিকা নষ্ট হইতেছে। তথ্য জানার অধিকার আইনে সম্প্রতি এক সমাজকর্মীকে সরকার জানাইয়াছেহরিয়ানা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত প্রভৃতি 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্যেও বিপুল পরিমাণে ভ্যাকসিন নষ্ট হইয়াছে।বিজেপি কিংবা এনডিএ শাসিত একাধিক রাজ্যে করোনার চিকিৎসা বস্তুত বিশ বাঁও জলে। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যেও টিকা নষ্ট হইয়াছে প্রচুর পরিমাণে! সারা দেশে টিকার অপচয়ের গড় হার সাড়ে ৬ শতাংশ। সেটাও স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে ৪৪ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন নষ্ট হইয়াছে। দুর্বল ব্যবস্থাপনা কিংবা কারও কারও গাফিলতির জন্যই মহার্ঘ এই ভ্যাকসিনের বিপুল পরিমাণ ডোজ রোজ নষ্ট হইতেছে। এতে শুধু আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে না, বহু মানুষকেও টিকাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হইতেছে না। এটা শুধু অনৈতিক নয়, অপরাধও বটে। এই উদ্বেগজনক প্রবণতার দিক থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রাজ্যটির নাম পশ্চিমবঙ্গ। সঙ্গে রয়েছে কেরল।

নৈহাটিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, বোমাবাজিতে জখম অন্তত ১০

নৈহাটি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ভোটপর্ব শেষে শুক্রবার নৈহাটিতে রাতভর চলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজি। আহত হয় দু'পক্ষের অন্তত ১০ জন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ষষ্ঠ দফা ভোটে এই এলাকাতেও নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে ভালভাবেই। উত্তর ২৪ পরগনায় অর্জুন সিংয়ের গড় বলে পরিচিত নৈহাটি, ভাটপাড়া থেকে তেমন কোনও অশান্তির খবর মেলেনি। কিন্তু ভোটশেষে একদিন কাটতে না কাটতেই বোঝা গেল, এলাকায় রাজনৈতিক আঁচ শুধুমাত্র ছাইচাপা অবস্থায় ছিল। ভোট মিটতেই ফের প্রকাশ্যে এল তা। বোমা, গুলির শব্দে রাতের ঘুম উড়ল বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দাদের। নৈহাটির বিজয়নগরের নামী ক্লাব অভিযাত্রী ক্লাব। শুক্রবার রাতে বোমাবাজির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল এই ক্লাব সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগ, রাত দশটা নাগাদ এই ক্লাব থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হয়। বিজেপি ও তৃণমূল — দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, হাতাহাতির জেরে চলে গুলিও। রাত গড়ালেও সংঘর্ষের আঁচ লেশমাত্র কমেনি। পাড়ায় পাড়ায় গভীর রাতেও শোনা যায় বোমা, গুলির শব্দ। দেখা যায়, রাস্তায় পড়ে রয়েছে তৃণমূল, বিজেপির পতাকা। বেছে বেছে এলাকার বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। আরও অভিযোগ, এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে পরপর ২০টি বোমা ছোঁড়া হয়। রাতে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বোমা, গুলির শব্দে রাত কাটলেও আতঙ্ক কাটল না। সকালেও থমথমে নৈহাটির বিজয়নগর এলাকা। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, ভোটে হার নিশ্চিত জেনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এভাবে এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে খাবার ও ওষুধ সরবরাহ করছে 'আনাড়ি'

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ কলকাতায় করোনা আক্রান্তদের সুবিধার্থে তাঁদের বাড়িতে খাবার ও ওষুধ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে 'আনাড়ি'। 'আনাড়ি একটি নতুন সংস্থা। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে 'অনীক' নামে একটি সংস্থা। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মত, বাড়িতে তৈরী খাবার পৌঁছে যাচ্ছে করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে। উচিত মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে এই খাবার। পৌঁছে যাচ্ছে ওষুধও। মূল উদ্যোক্তা প্রিয়ঙ্কা ভট্টাচার্য থাকেন টালিগঞ্জের শিরিটিতে। শনিবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, কলকাতা পুরসভা স্বীকৃত একটি ঠিকাদারি সংস্থায় কাজ করতাম। করোনায় কাজ চলে যায়। সমাজমুখী কিছু একটা করতে চাইছিলাম। পাশে এসে দাঁড়ান ফেসবুকে আলাপ হওয়া সপ্তর্ষি বৈদ্য, বন্ধু একটি নামী হাসপাতালের ডায়েটিশিয়ান সায়ন্তিকা, আমার মা ইলা ভট্টাচার্য। করোনায় আক্রান্তদের ২-৩ দিন ধরে খাবার সরবরাহ শুরু করেছি।এর আগে প্রিয়ঙ্কা অবশ্য কেক, পেস্ট্রির মত বেকারির খাবার এবং ভেষজ সব্জির বা অসম-ওড়িশার কিছু উপাদেয় খাবার তৈরি করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করেছেন। তিনি জানান, ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মেনে হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্ত সহ নাগরিকদের ঘরে প্রতিদিন পৌঁছে যাচ্ছে আনাড়ির ঘরে তৈরি সহজপাচ্য উপাদেয় খাবার। শুধু দক্ষিণ কলকাতায় যেমন বেহালা, পর্ণশ্রী, ঠাকুরপুকুর, টালিগঞ্জ, নাকতলা, গড়িয়া, গোলপার্ক, গড়িয়াহাট, যাদবপুর, সন্তোষপুর, কালীঘাট, চেতলা ইত্যাদি অঞ্চলে হোম ডেলিভারি করা হচ্ছে।দক্ষিণা কত লাগছে? মেনু জানিয়ে প্রিয়ঙ্কা বলেন, নিরামিষে ১১০ টাকা, মাছ ১৩৫ টাকা, চিকেন ১৪৫ টাকা। করোনা রোগী না হলে দিচ্ছেন? প্রিয়ঙ্কা এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমরা তো সেরকম প্রতিষ্ঠান নই! এত রোগী এখন সমস্যায় পড়েছেন যে দিনে প্রায় ৬৫ জন খাবার চাইছেন ফোনে। বিলি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী আছে জনা তিন। আমাদের মূল লক্ষ্য ক্রান্তিকালে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।"এই উদ্যোগে ১) কোনও নগদ লেনদেন হবেনা। অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে। ২) কোনও ওষুধের দরকার পড়লে খাবারের সাথে ওষুধও পৌঁছানো হবে, কোন আলাদা ডেলিভারি চার্জ লাগবেনা (প্রেসক্রিপশন পাঠাতে হবে, ওষুধ দোকানে পাওয়া গেলে তবেই পাঠানো সম্ভব)। ৩) অন্তত একদিন আগে অর্ডার দিতে হবে। ৪) যাবতীর করোনা বিধি মেনে ডেলিভারি করা হবে। বরাত দিতে ফোন করতে হবে 'আনাড়ি'-র এই নম্বরেঃ ৯৮৩১০০২১১০। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ দুই জগতের বাসিন্দা

আশীষ লাহিড়ী

ব্রিটিশ লেখিকা মার্জোরি সাইক্স সবরমতী আর শান্তিনিকেতন দু'জায়গাতেই কিছুদিন করে কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ---দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার মূল্য সবচেয়ে বেশি;ব্যক্তিমানুষের যুক্তিভিত্তিক স্বাধীনতার কাছে জাতীয়তা, ধর্ম, পরিবার, সমাজের ভ্রুকুটি সবই উপেক্ষণীয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ যে সবসময় নিজের এই আদর্শে অবিচল ছিলেন, তা বলা চলে না। পক্ষান্তরে গান্ধীজির কাছে কর্তৃত্বটাই বড় কথা। ধর্মের কর্তৃত্ব, জাতীয়তার কর্তৃত্ব, পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, সমাজের বর্ণ-কর্তৃত্ব। গান্ধীজি ছিলেন হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক। বংশানুক্রমিক জীবিকার বিভাজন তাঁর কাছে খুব কাম্য ছিল।

বর্ণাশ্রম ও জাতপাত সম্বন্ধে তিনি এতটাই স্পর্শকাতর ছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তিতে খিলাফত আন্দোলন চালানোর সময়ও তিনি মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেতেন না, এমনকী আন্দোলনের সহ-পরিচালক মৌলানা শওকত ও মৌলানা মহম্মদ আলির ছোঁয়া খাবারও না। তাঁর এই মনোভাব আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে আহত, হয়তো ক্ষুব্ধও করেছিলে। গান্ধীজি অবশ্য বলেছিলেন, আলি ভ্রাতৃদ্বয় অতি সযত্নে (তাঁর) এই ধর্মান্ধতাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মতে ওটা ধর্মান্ধতা নয়, 'আত্ম-নিগ্রহ'। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের বিরুদ্ধেও আজব এক 'যুক্তি' দিয়েছিলেন তিনি। 'ভাই -বোনেরা যদি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়ে, বিহারের কথা আদৌ মাথায় না-এনে জীবন কাটাতে পারে, তাহলে আমার মেয়ের প্রতিটি মুসলমানকে ভাই ভাবার মধ্যে, এবং আমার মেয়েকে প্রতিটি মুসলমানের বোন ভাবার মধ্যে, অসুবিধা কোথায়? (দ্রষ্টব্য সুগত বসু 'দ্য নেশন অ্যাজ মাদার')। পরে অবশ্য গান্ধী তাঁর এ মত বদলে ফেলেছিলেন। বহু অসবর্ণ এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তিনি। বর্ণাশ্রমের গণ্ডিত মধ্যেও জাতপাত নিয়ে কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার পরিচয় আমরা পাই কেরলের গুরুভায়ুর মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে তাঁর অনশনে।

স্বাভাবিকভাবেই গান্ধজির পিছনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল খোলা মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের, যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক ছিলেন না। 'শূদ্রধর্ম' (১৯২৬) প্রবন্ধে নাম না করে গান্ধীজির বর্ণাশ্রম-প্রেমকে তীক্ষ্ণ যুক্তি আর শ্লেষে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন তিনি। তিনি লেখন---'স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। স্বধমরত শূদ্র বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সেইসব লোককে, যারা মনে করে, উচ্চবর্ণের চাকরগিরিই তাদের স্বধর্ম। তারা আনায়াসেই উচ্চবর্ণ মনিবদের নির্দেশে অন্য দেশের বা অন্য ধর্মের খেটে-খাওয়া মানুষকে মারতে পারে (চিনে ভারতীয় সৈন্যদের ন্যক্করজনক ভূমিকার উদাহরণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে পারে না। শূদ্র-অসন্তোষকে সামাল দেওয়ার কাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রবর্তিত 'পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিভেদ' খুবই কাজে লেগেছিল বলে তিনি মনে করতেন।

কেননা 'রাজশাসন'-এর মধ্য দিয়ে এ কাজ করতে গেলে 'তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা' থাকত এবং 'ভিতরে বিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনওই থামত না'। কিন্তু কাজটা 'পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক -একটা জাতির এক -একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।' গান্ধীজি বলেছিলেন, এক এক জাতের লোক পুরুষানুক্রমে একই পেশায় নিযুক্ত থাকলে তাদের পেশাদারি নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ বাড়ে। বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাদন হয়েছে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। (কালান্তর)

ইতিহাসেবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এই শূদ্রধর্ম প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক তর্কযুদ্ধ পটুতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য—একথা সুপরিচিত যে,। ড. বি আর আম্বেদকর তাঁর 'কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের কী হাল করেছেন শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীর যে সমালোচনার করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল বর্ণাশ্রমের প্রতি গান্ধীর সমর্থন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ও প্রবন্ধে ওই ধরনের সমালোচনা করেননি, এখানে তাঁর সুরটা তির্যকভাবে শ্লেষাত্মক। (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, 'দ্য মহাত্মা অ্যান্ড দ্য পোয়েট) তবে এটা উল্লেখযোগ্য যে, দলিতদের শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের নীতিগত সায় ছিল। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৬-এ ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাই রবীন্দ্রনাথকে লেখেন---

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব,

হরিজনদের শিখধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বেশ কিছু লোক নিজেদের সমর্থনে আপনার মত উদ্ধৃত করছে। তারা মনে করে হিন্দু সংস্কৃতিকে বজায় রেখে হিন্দুধর্ম ত্যাগের একমাত্র পথ হল শিখধর্ম গ্রহণ। এরকম একটা প্রস্তাবে আপনি আদৌ সায় দিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করতে পারেননি বাপু। শিখধর্ম যদি হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটাই ওঠে না। হিন্দু হয়েও তো শিখ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা যেতে পারে, যেমন অনেকে শৈব কিংবা বৈষ্ণধর্মে বিশ্বাস করে। সেটাকে তো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবে, সে হিন্দু সংস্কৃতিও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করবে কেননা সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করা যায় না। সংস্কৃতি একজন মানুষের ধর্মেরই প্রতিফলন। আর শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, তা কোনও ধর্ম কিংবা দর্শন নয়, তা হল হিন্দু আচার-আচরণকে শুধরে নেওয়ার একটা প্রয়াস। কাজেই এদিন থেকে দেখলেও (হিন্দুধর্ম ছেড়ে) শিখধর্ম গ্রহণ করার প্রশ্নটাই ওঠে না।

এর রাজনৈতিক দিকটা নিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করার কোনও প্রয়োজন আমি দেখছি না। কারণ (হিন্দুধর্ম ছেড়ে) শিখধর্ম গ্রহণ করার ওপর যেভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে এর গায়ে অবধারিতভাবেই কেটা রাজনৈতিক রং লাগবে, যেহেতু ধর্মান্তরিতা ভোট দেবে হিন্দু হিসেবে নয়, শিখ হিসেবে। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই গোটা ব্যাপারটাকে বিষিয়ে তুলেছে। এ বিষয় যদি আপনার সুচিন্তিত অভিমত লিখে জানান, তাহলে খুব ভাল হয়।

উত্তর জানুয়ার , ১৯৬৩-এ রবীন্দ্রনাথ জানান—

প্রিয় মহাদেব,

(হিন্দুধর্ম চেড়ে) হরিজনদের শিখ ধর্মগ্রহণের প্রশ্নে আমার মতামত আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার জন্য তুমি অনুরোধ করেছ, এতে আমি আশ্চর্য হইনি। গোড়াতেই এই কথাটা জানিয়ে রাখি যে, আমি কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের পরামর্শ দিইনি। আমি কেবল এই কথা বলেছি যে ওরা যদি সত্যিই ওরকম কোনও চরম পদক্ষেপের কথা ভাবে, তাহলে শিখধর্ম গ্রহণই প্রশস্ত । আর কেন ওরা ওই চরম পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারে, সেটা তো আমরা সবাই জানি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও আমার একই মত।

দৈনন্দিন ব্যবহারে হিন্দুধর্ম একটা জীবনাধারা মাত্র। তার দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভিত যত মহৎই হোক শুধু তারই দোহাই দিয়ে হিন্দুধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক অবিচারের ক্ষালন হয় না। আমাদের ধর্ম সমাজকে নির্দিষ্ট মর্যাদাক্রমে বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রেখেছে। যারা রয়েছে একেবারে তলায়, তারা একেবারে ন্যূনতম সামাজিক সুবিচারটুকুও পায় না, উপরন্তু নিরন্তর তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা মনুষ্যেতর। সনাতনপন্থীরা বলে, এই বিভাজনের মনোভাব, যা আমাদের জনসমাজের এক বিরাট অংশকে অবদমিত করে রেখেছে, সেটি আমাদের ধর্মের স্থায়ী কাঠামোরই অঙ্গ , আর সেটাই আমাদের সমাজের ভিত্তি। মনু, পরাশর প্রমুখ আমাদের সুপ্রাচীন আইন -প্রণেতাদের অনুশাসন তো তারই প্রমাণ।

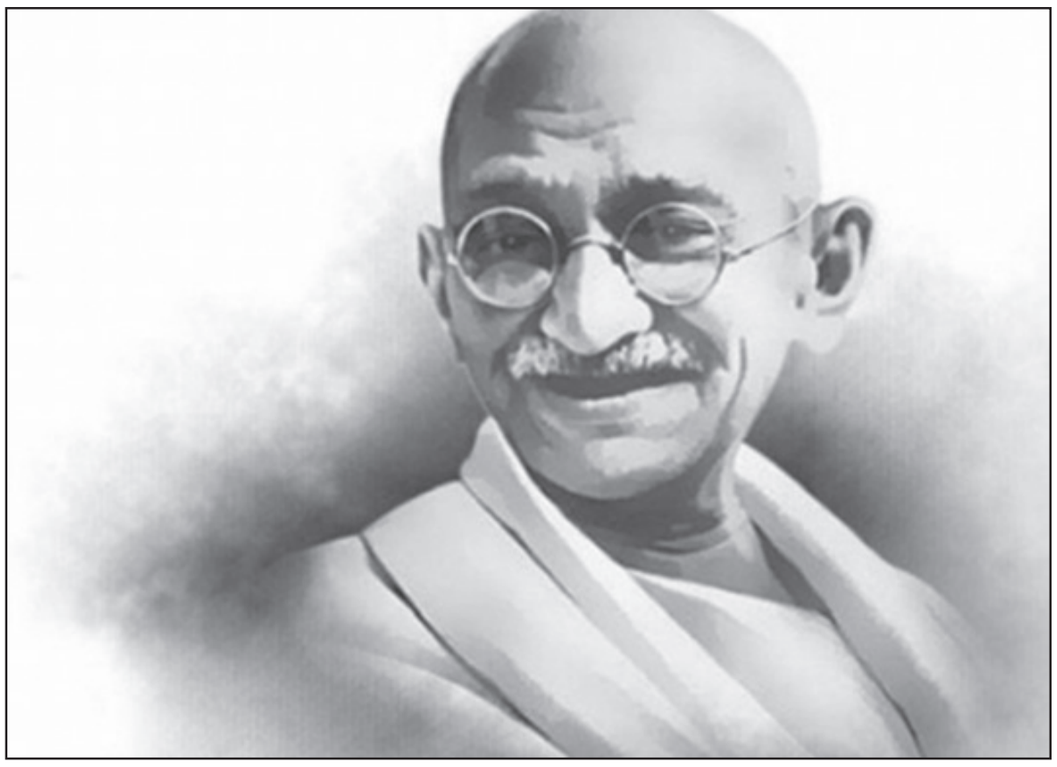

সনাতনপন্থীরা খুব ভুল বলে না। আমরা অনেকে ওই শাস্ত্রকারদের রচনার ওপর সুসভ্যতার চকচকে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এইসব ব্যক্তিগত ব্যাখ্যান নিপীড়িতদের কোনও কাজে লাগে না, সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের আচরণকেও স্পর্শ করে না। সমাজের স্বৈরতন্ত্রীদের হার মানার কোনও কোনও ঘটনা আধুনিককালে ঘটেছে, যেমন ঘটেছিল এই সেদিন, চৈতন্যর যুগে। কিন্তু ঠিক তারপরেই মাথা তুলেছিল প্রতিক্রিয়াশীলরা। তাই আমাদের আধুনিক যুগের অগ্রণী পুরোধারা ইতিমধ্যেই যে সামাজিক সংস্কার অর্জন করতে পেরেছে, তাও যে ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী হবে, এমন আশ্বাস নিশ্চিতভাবে দেওয়া যায় না।

ব্যাপারটার রাজনৈতিক দিক নিয়ে আমার বিশেষ কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা হিন্দু হিসেবে ভোট দিল, না শিখ হিসেবে, সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। তার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, আমাদের মনুষ্যত্বকে তা প্রভাবিত করে কি না, এবং চারপাশের মানুষজনের প্রতি আমাদের একটা মনোভঙ্গি গড়ে তোলে কি না। অনেককাল আগে, প্রায় বছর পঁচিশ হল, একটি কবিতায় ('হে মোর দুর্ভাগা দেশ,যাদের কারছে অপমান'(১৯৯০) আমি ধিক্কার জানিয়েছিলাম সেই সমাজকে, যা ভারতের অধিকাংশ মানুষের উপর চাপানো অমর্যাদার ভিত্তিতে আপন সৌধ গড়ে তুলেছে এবং সেই সুবাদে শত শত বছর ধরে আপন পরাজয় আর অধঃপতনের রাস্তা পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আমার সে ধিক্কারবাণী ছিল অরণ্যে রোদন মাত্র। সে ঘোর অরণ্য ঘন ঝড়ে বেঁধে মাথা তুলেছে, আর সেই বাড়বৃদ্ধির ইতিহাসে রুদ্ধ করেছে আলো ঢোকার পথ। যে মহাত্মা আজ আমাদের নেশনের পথপ্রদর্শক, তাঁর পূর্বজ পথপরবর্তকদের একের পর এক প্রয়াসকে থামিয়ে দিয়েছে সে অরণ্য। ব্যাপক জনসাধারণের ওপর মহাত্মাজির যে প্রভাব তা সত্যিই বিপুল তা সিত্যই আমাদের মধ্যে জাগরণ এনেছে। তবু অমি জানি না, আরও কত দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর শিক্ষা আমাদের মাটির গভীর অন্ধকারে প্রোথিত বিষাক্ত শিকড়গুলির ওপর ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। অথচ আমরা জানি, অমঙ্গলের কন্টকাকীর্ণ পথে পথে ছড়িয়ে থাকা বিপর্যয় কখনও দিনক্ষণ মেনে আসে না, কবে আমরা তার নিরাময় ঘটাতে পারব, সেই হিসেব করে তো বিপর্যয় আসে না। সে ওষুধ রোগ সারাতে অতিরিক্ত সময় নেয়, প্রায়স সে ওষুধ ধরার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়।

আমি সত্যিই মনে করি, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে দুরারোগ্য একটি সামাজি বিকৃতি, যা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে হাস্যকর তোলে, তাকে ভিতর থেকে নির্মূল করার প্রয়াসেই বৌদ্ধধর্ম কিংবা শিখধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। গুরু গোবিন্দ একদিন হিন্দু সমাজের বহুযুগ বাহিত প্রথা অমান্য করে, জাতাপাতের সমস্ত বেড়া চূর্ণ করেদিয়ে তাঁর অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিলেন, আত্মমর্যাদাশীল পৌরুষের প্রকৃত আশীবাদের উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন।।রা মনে করে হিন্দু সংস্কৃতিকে বজায় রেখে হিন্দুধর্ম ত্যাগের একমাত্র পথ হল শিখধর্ম গ্রহণ। এরকম একটা প্রস্তাবে আপনি আদৌ সায় দিতে পারেন, একথা বিশ্বাস করতে পারেননি বাপু। শিখধর্ম যদি হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হয়, তাহলে হিন্দুধর্ম ত্যাগের প্রশ্নটাই ওঠে না। হিন্দু হয়েও তো শিখ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা যেতে পারে, যেমন অনেকে শৈব কিংবা বৈষ্ণধর্মে বিশ্বাস করে। সেটাকে তো হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবে, সে হিন্দু সংস্কৃতিও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকেই ত্যাগ করবে কেননা সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা

ভারতের সকল শিখদের জন্য শুধু নয়, তামাম ভারতের জন্যই সেদিনটি এক মহৎ দিন। শিখমর্ধ জনগণের কাছে এক সাহসী বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। শিখধর্মের কর্মকৃতির খতিয়ান। শিখধর্মের কর্মকৃতির খতিয়ান অতি মহৎ। এই ধর্ম যদি তার ভৌগোলিক প্রাদেশিকতা ছেড়ে,ক্ষুদ্র জনসমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে অবধারিতভাবে যে বহিবিচ্ছিন্নতা দ্যাখা দিয়েছে তার খোলস ছেড়ে দেশব্যাপী এক পরিপ্রেক্ষিতে অর্জন করতে পারে, তাহলে তার ফলে যে কত জোরালো হবে তা কে বলতে পারে। তাদরে ধর্মীয় আচার-আচরণ আর ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে এমন কিছুই আমি দেখতে পাই না, যা আমার মানবিক মর্যাদাবোধকে আহত করে। আমার পিতা প্রায়শ অমৃতসরের গুরদ্বারে গিয়ে উপাসনা করেতন, আমিও তাঁর সঙ্গে রোজ সেখানে যেতাম। কিন্তু তিনি কখনও কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে যাচ্ছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। অথচ ধর্মে ও সংস্কৃতিতে আমার পিতা ছিলেন হিন্দু। যারা হিন্দুধর্মের বুলি কপচে আচার আচরণে নিত্য তাকে কলুষিত করে চলে, তাদের অধিকাংশ তুলনায় তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তিনি হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতর মান বজায় রাখতেন। তাই শিখধর্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে ওরা যে হিন্দু সংস্কৃতিকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করবে, এ ভয় আমার নেই। (দ্য মহাত্মা অ্যান্ড দ্য পোয়েট) মার্জোরি সাইক্স কিছু ভুল বলেননি—পারস্পরিক শ্রদ্ধায় তাঁর যতই অটল থাকুন, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই দুই মেরুর মানুষ।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দেশের ৪৮ তম সিজেআই এন ভি রামানা, শপথ গ্রহণ করালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নতুন এবং ৪৮ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি এন ভি রামানা। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এন ভি রামানাকে শীর্ষ আদালতের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। শুক্রবারই অবসর নিয়েছেন সদ্য প্রাক্তন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে। ১৯৫৭ সালের ২৭ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় কৃষক পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেছিলেন তিনি। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতি হয়েছিলেন রামানা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বিগত ৭ বছরে সুপ্রিম কোর্টে ১৫৬টি রায় দিয়েছেন এন ভি রামানা।

ভারতে ২৭.৬১-কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৮৩.৪৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৭.৬১-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১৭,৫৩,৫৬৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৭,৬১,৯৯,২২২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৫৩,৫৬৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৪৬,৭৮৬ জন। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩২৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,১৯,৮৩৮ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৮৯,৫৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,৬২৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ৩৮,৬৭,৯৯৭ জন (৮৩.৪৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১,২৪,৩২৪ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২৫,৫২,৯৪০ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৫.৩৭ শতাংশ)।

অস্বস্তি বাড়ল অনিল দেশমুখের, এফআইআর দায়ের সিবিআই-এর

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): অস্বস্তি আরও বাড়ল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের। মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। অনিল দেশমুখ ছাড়াও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এদিন মুম্বইয়ে অনিল দেশমুখের বাড়ি-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ঠিকানাতেও তল্লাশিও চালায় সিবিআই। সিবিআই সূত্রের খবর, শনিবার অনিল দেশমুখ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশমুখের মুম্বইয়ের বাড়ি ও মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার তোলাবাজির অভিযোগ এনেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। চলতি মাসেই বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশের পর দেশমুখের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত দায়ের করেছিল সিবিআই। দেশমুখকে জেরাও করেছে সিবিআই। এবার অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই।

করোনা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক কলাবতী ভুরিয়া

ইন্দোর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সংক্রমিত ছিলেন করোনায়, এবার মারা গেলেন কোভিডে সংক্রমিত মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক কলাবতী ভুরিয়া। শনিবার ইন্দোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। মধ্যপ্রদেশের অলিরাজপুর জেলার জোবাত বিধানসভা আসনের বিধায়ক ছিলেন ক্লাবটি ভুরিয়া। পরিবার সূত্রের খবর, ১২ দিন আগে ইন্দোরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল কলাবতীকে। হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ বিবেক জোশি জানিয়েছেন, 'বিধায়কের ফুসফুস ৭০ শতাংশ সংক্রমিত হয়েছিল। তিনি ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কান্তিলাল ভুরিয়ার ভাইঝি ছিলেন কলাবতী। ২০১৮ সালে অলিরাজপুর জেলার জোবাত বিধানসভা আসন থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন তিনি। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে কলাবতীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল। শোকে ভেঙে পড়েছেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধান কমল নাথ। কমল নাথ টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'বিধায়ক কলাবতী ভুরিয়ার প্রয়াণে ব্যথিত। তিনি একজন সক্রিয় ও দৃঢ়প্রত্যয়ী বিধায়ক ছিলেন।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জম্মুতে দু''টি ড্রোন লক্ষ্য করে গুলি বিএসএফ-এর, ফিরে গেল পাকিস্তানে

জম্মু, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল দু''টি পাকিস্তানি ড্রোন। দু''টি ড্রোন লক্ষ্য করে গুলি চালায় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)। পরে ড্রোন দু''টি পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায়। ড্রোন দু''টি গুলি করে নামানোর জন্য ১৫ রাউন্ড গুলি করেছিল বিএসএফ। জম্মু ও কাশ্মীরের আর এস পুরা সেক্টরের আর্নিয়া এলাকার ঘটনা।

বিএসএফ জানিয়েছেন, শনিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট থেকে ৪.৪৫ মিনিটের মধ্যে জাব্বওয়াল এবং বিক্রম বর্ডার আউটপোস্ট এলাকায় দু''টি পাকিস্তানি ড্রোন দেখতে পান বিএসএফ জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ ড্রোন দু''টিকে লক্ষ্য করে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। ১৫ রাউন্ড গুলি চালানোর পর পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায় ড্রোন দু''টি। সাম্প্রতিক সময়ে অস্ত্র ও মাদক পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রোনের ব্যবহার করছে পাকিস্তান। তাই এদিন ওই এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

অক্সিজেনের সঙ্কট, অমৃতসরের হাসপাতালে মৃত্যু ৫ জন রোগীর

অমৃতসর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): অক্সিজেনের সঙ্কটে এবার পঞ্জাবের অমৃতসরের হাসপাতালে প্রাণ গেল ৫ জন করোনা-আক্রান্ত রোগীর। অমৃতসরের নীলকান্ত হাসপাতালের ঘটনা। বেসরকারি এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিগত ৪৮ ঘন্টা ধরে তাঁদের হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে এবং বেসরকারি হাসপাতাল হওয়ার কারণে নীলকান্ত হাসপাতালে অক্সিজেন দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢিলেমি দেখানো হচ্ছে। শনিবার নীলকান্ত হাসপাতালের এমডি জানিয়েছেন, '৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে আমাদের হাসপাতালে। বিগত ৪৮ ঘন্টা ধরে অক্সিজেনের অভাবের মধ্যে রয়েছি আমরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগে সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন দেওয়া হবে, তারপরই অক্সিজেন দেওয়া হবে বেসরকারি হাসপাতালে।' অক্সিজেনের সঙ্কটের কারণে এই মুহূর্তে ভীষণ চিন্তার মধ্যে রয়েছে নীলকান্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বোধজংনগর প্ল্যান্টে অক্সিজেন উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরায়। ছবি ঃ নিজস্ব

দেশ-বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত জনগণের : দত্তাত্রেয় হোসবালে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত সমগ্র দেশবাসী। প্রতিদিনই হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনার বাড়বাড়ন্ত। এমতাবস্থায় দেশ ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র স্বয়ংসেবকরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবা করে চলেছেন। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। একইসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'কোভিড পরিস্থিতিতে দেশ-বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত জনগণের, কারণ বিরূপ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে দেশে নেতিবাচক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করতে পারে দেশ-বিরোধী শক্তি।' এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেছেন, 'কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য আরও একবার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে দেশ। দেশ ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য সমগ্র দেশে আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবা করছেন।' উদ্বেগ প্রকাশ করে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ বলেছেন, 'এই বিরূপ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেই দেশে নেতিবাচক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করতে পারে দেশ-বিরোধী শক্তি। ধ্বংসাত্মক শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত জনগণের।' তাঁর মতে, 'ধৈর্য ও মনোবল বজায় রেখে, সংযম, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পারস্পরিক সমর্থনের মাধ্যমে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে জিততে পারবে ভারত।' এক বিবৃতিতে দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেছেন, 'সংবাদ মাধ্যম-সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি, সমাজে ইতিবাচক, আশা ও বিশ্বাসের বাতাবরণ টিকিয়ে রাখতে নিজেদের অবদান রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় মানুষজন বিশেষ সংযম ও সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন।' এই কঠিন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমস্ত স্বয়ংসেবক-সহ অন্যান্য সংগঠনকে সমাজের স্বার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেছেন, 'আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক-সহ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন, সেবা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ধরনের সমস্যা দূরীভূত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন।' তিনি আরও বলেছেন, 'করোনার জন্য অসংখ্য পরিবার নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। পরিস্থিতি ভয়াবহ, কিন্তু সমাজের শক্তিও কমছে না। চরম সঙ্কটের মধ্যেও আমাদের দেশের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সমগ্র বিশ্ব। আমরা বিশ্বাস করি, ধৈর্য ও মনোবল বজায় রেখে, সংযম, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির থেকে আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব।' কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে হাসপাতালে বেড, অক্সিজেনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে নিরন্তর চেষ্টা করছে। সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমস্ত স্বয়ংসেবকরা দিনরাত কাজ করছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ সমাজও সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে।' তিনি বলেছেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সকলের ধ্যান দেওয়া আবশ্যিক। স্বাস্থ্য এবং অনুশাসন সম্পর্কিত নিয়মাবলী পালন করুন। যেমন মাস্ক পরা, স্বচ্ছতা, সামাজিক দূরত্ব, ব্যক্তিগত এবং সার্বজনীন অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি, কারফিউ পালন প্রবর্তী। বিশেষ প্রয়োজন হলেই বাড়ি থেকে বেরোবেন। সকলে স্থানীয় প্রশাসন, চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী, সুরক্ষা এবং স্বচ্ছতা কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র (পঞ্চম পর্ব)

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. .স) : অত্রি ভট্টাচার্যের কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গের আমলা ইতিহাসে একটা অস্বস্তির অধ্যায় হয়ে থাকবে। মলয় দে-র পদোন্নতি হওয়ায় জায়গায় নতুন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পান তৎকালীন পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব পদটি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার ছয়েক বিভিন্ন আমলার নাম স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে চূড়ান্ত করেও তা বাতিল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষে তাঁর পছন্দের, অপেক্ষাকৃত জুনিয়র আমলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের প্রধান সচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে বেছে নেন। অনেকের মতে, এর পরেই কালিমালিপ্ত হয় মমতার শীর্ষ আমলাস্তর। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের প্রধান সচিব থাকাকালীন অত্রিবাবু শহরময় মুখ্যমন্ত্রীর বিশালাকার মুখের ছবি ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন শহরময়। অবশ্যই অত্রিবাবু মুখ্যমন্ত্রীর মন বুঝেই সেই কাজ করেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ছবিও সময় বিশেষে একটু ম্লান হয়ে যেতে লাগল মুখ্যমন্ত্রীর ওই ছবিতে। বিতর্ক শুরু হয় এ নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে এরকম করা যায়? যদিও খুশি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৭-র ১ জুলাই অত্রিবাবুকেই বেছে নেওয়া হল, স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব হিসাবে। কেন, তা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরে একাধিক মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ আমলার মত হল, "মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজের সঙ্গে অত্রি খুব ভাল খাপ খাইয়ে চলতে পারেন। এটাই ওঁকে দৌড়ে এগিয়ে দিয়েছে।" ওই দিন তথ্য ও সংস্কৃতি সচিবের দায়িত্ব পান তৎকালীন উচ্চশিক্ষা সচিব বিবেক কুমার। উচ্চশিক্ষা সচিব হন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব আরএস শুক্লা। স্বাস্থ্য দফতরের সচিব হন অনিল ভার্মা। এই তিন আমলাই ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর নেকনজরে ছিলেন।

জনা দশ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং জনা পনেরো তাঁর চেয়ে সিনিয়র আমলা সব মিলিয়ে জনা পঁচিশ আমলাকে টপকে স্বরাষ্ট্রসচিব হন অত্রিবাবু। ২০১৯ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন মলয় দে। তার পরে অবশ্য 'রীতি' মেনে চাইলেও মুখ্যসচিব পদে অত্রিবাবুকে আনতে পারতেন না মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, তখনও তাঁর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদোন্নতি হতে আরও বছর দেড়েক বাকি থাকত। তার পরে মুখ্যসচিব হলে তিনি ওই পদে থাকতেন ২০২৫ সাল পর্যন্ত। অত্রিবাবু যখন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব নেন, নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার সহাস্য মন্তব্য ছিল , "বল দেখে খেললে অত্রির সামনে লম্বা ইনিংস খেলার সুযোগ রয়েছে।" কিন্তু বিধি বাম। বেআইনি অর্থলগ্নী সংস্থা সারদা গোষ্ঠী বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে বিনিয়োগে আইনভঙ্গের হরেক অভিযোগ ওঠে। ২০১৩-র এপ্রিলে সারদা-র ঝাঁপ বন্ধ হয়। এরপর মাসে কর্মীদের মাথাপিছু ১৬ হাজার টাকা করে 'তারা নিউজ' ও 'তারা মিউজিকের' কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া শুরু হয়। রাজ্যের প্রচারমাধ্যমে সরকারের বিজ্ঞাপন ও অনুদান নিয়ে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করে।

সিবিআই প্রশ্ন তোলে দানের টাকায় চলা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা কেন একটি চ্যানেলকে দেওয়া হল। কেন সরকারি বাজেট থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা দেওয়া হয়েছিল? তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব থাকাকালীনই অত্রি ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়েছিল সিবিআই। জবাবে সরকার জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এমন সহায়তা করা হয়েছিল। সিবিআই ওই ফাইল চেয়ে পাঠালে সরকার তা দেয়। ফাইল অনুযায়ী, 'তারা' চ্যানেলকে টাকা দেওয়ার 'চূড়ান্ত অনুমোদন' মুখ্যমন্ত্রী তথা তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। কিছুকাল বাদে অত্রিবাবুকে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন দফতরের প্রধান সচিব পদে। ২০১৯-এর ২২ আগস্ট নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে সিবিআই হানা দেয়। অত্রি ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। এর পর ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর পর্যটন দফতর থেকে অত্রিবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হয় ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে। ২০২১-এর ১৩ জানুয়ারি তাঁকে করা হয় প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটিআইয়ের ডিজি। যেটি পানিশমেন্ট পোষ্টিং হিসাবে চিহ্নিত। মুখ্যমন্ত্রীর একদা-ঘনিষ্ঠ আমলা অবসরের আগেই প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে চলে যান। ২০২১-এর ২৭ এপ্রিল ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সচিব অত্রি ভট্টাচার্যের তোলা ছবির একটি প্রদর্শনী শুরু হয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এ।বিভিন্ন সময়ে বিদেশ ভ্রমণের সময় যে সব ছবি তুলেছেন, তার থেকে বাছাই করা ছবি স্থান পেয়েছিল প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীর নাম- 'পাসিং থ্রু'। (চলবে)

বেঙ্গালুরু থেকে ভুবনেশ্বর, সপ্তাহান্তের লকডাউনে শুনশান দেশের বহু শহর

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সপ্তাহান্তের লকডাউনের পথে হেঁটেছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য। কর্ণাটক, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ ও কেরলে লাগু করা হয়েছে সপ্তাহান্তের লকডাউন। আবার মহারাষ্ট্রের পুণে-তে চলছে কারফিউ। শনিবার সপ্তাহান্তের লকডাউনের জেরে শুনশান বেঙ্গালুরু থেকে ভুবনেশ্বর, তিরুবনন্তপুরম থেকে পুণে-দেশের বিভিন্ন শহর। রাজধানী দিল্লিতে আবার ২৬ এপ্রিল সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু রয়েছে লকডাউন।

কর্ণাটক : করোনার প্রকোপ রুখতে কর্ণাটকে লাগু রয়েছে সপ্তাহান্তের লকডাউন। সোমবার সকাল ছ''টা পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকবে বেঙ্গালুরু-সহ কর্ণাটকের সর্বত্র। শনিবার বেঙ্গালুরু'র রাস্তাঘাট একেবারে শুনশান ছিল। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ বের হননি। শুক্রবার রাতেই বেঙ্গালুরুর বিজয়নগর হাসপাতালে আত্মঘাতী হয়েছেন ৬১ বছর বয়সী একজন করোনা-রোগী।

ওড়িশা : সপ্তাহান্তের লকডাউনে একেবারে জনশুন্য ছিল ভুবনেশ্বর-সহ ওড়িশার সমস্ত শহুরে এলাকা। তবে সকাল পাঁচটা থেকে ছ''টা পর্যন্ত প্রাতঃভ্রমণ ও শারীরিক চর্চার জন্য অনুমতি রয়েছে। সোমবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ওড়িশায় বলবৎ থাকবে সপ্তাহান্তের লকডাউন।

উত্তর প্রদেশ : সপ্তাহান্তের লকডাউনে শনিবার শুনশান ছিল উত্তর প্রদেশ। লখনউয়ের রাস্তায় এদিন হাতেগোনা গাড়ি চলাচল করেছে। পুলিশও তৎপর ছিল। সোমবার সকাল সাতটা পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে বলবৎ থাকবে সপ্তাহান্তের লকডাউন।

কেরল : দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলেও হু হু বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ। করোনাকে রুখতে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে কেরলেও। লকডাউনের মতোই বিধিনিষেধ। তিরুবনন্তপুরম এদিন ছিল জনশুন্য।

মহারাষ্ট্র : দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের পুণের অবস্থা শোচনীয়। শনিবার সপ্তাহান্তের কারফিউ লাগু ছিল পুণেতে। ওষুধের দোকান ছাড়া সমস্ত কিছু ছিল বন্ধ।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশে করোনায় একদিনে মৃত্যু কমেছে, শনাক্ত ২৬৯৭

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে মোট মারা গেছেন ১০ হাজার ৯৫২ জন। গতকাল শুক্রবার করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮৮ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ হাজার ৫৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতে ২ হাজার ৬৯৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ লাখ ৪২ হাজার ৪০০ জনে। পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার ১৩.১১। এতে আরো বলা হয়, সপ্তাহ ব্যবধানে মৃত্যু বৃদ্ধি ৭.৫৬ শতাংশ এবং শনাক্ত হ্রাস ২৫.২৪ শতাংশ।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম তিনজনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

করোনা : ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের দাবি বিএনপির

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৪।। করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের সঙ্গে দেশের সবগুলো স্থলবন্দর বন্ধের দাবি জানিয়েছে বিএনপি। শনিবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মির্জা ফখরুল বলেন, 'করোনার ভয়ঙ্কর প্রকোপে পর্যুদস্ত সেবা পরিস্থিতি। ইতোমধ্যে ভারত বিশ্বে সংক্রমণের হারে সবার উর্ধে। দেশটিতে সংক্রমণ মারাত্মক, সেখানকার মারাত্মক পরিস্থিতি। আমি ভারতের এ বিষয়টি এ কারণে উল্লেখ করছি যে ভারতের সঙ্গে আমাদের এখনো প্রচুর পরিমাণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং স্থলপথে আমাদের নাগরিকদের যাতায়াত আছে। বিশেষ করে মেডিকেল ভিসা বা অন্যান্য কারণে।'

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়েছে সেজন্য আমরা মনে করছি স্থলপথে যে সীমান্তগুলো আছে এই সীমান্তগুলো একেবারে বন্ধ করা দরকার।' তিনি আরও বলেন, 'ইতোমধ্যে বলা হয়েছে বাইরে থেকে যারা বিমানে করে আসবেন তাদের মাত্র তিনদিন কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এটা আমি বিশ্বের কোথাও শুনিনি।'

সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'ওই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো আজকে আমাদের পরিস্থিতিকে ভয়ঙ্কর করে তুলছে।'

ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমণ বাড়ছেই, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৮৬৬ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৮৬৬ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫,৯৭১ জন, এর আগে বৃহস্পতিবার সারা দিনে সংক্রমিত হয়েছিলেন ৪৯,৩৪৪ জন। নতুন করে ২,৮৬৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬২৩-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে ব্রাজিলে, যদিও ৭০ হাজারের নীচে রয়েছে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৫,৯৭১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৪,২৩৮,১১০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১২,৭১১,১০৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,৪০,৩৮৪ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৯০ জনের, আমেরিকায় নতুন করোনা-আক্রান্ত ৬৬,৫১৫

ওয়াশিংটন, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৭০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬,৫১৫ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯০ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩২,৭৩৫,৭০৪-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৯০ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ০৭৫ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ হাজার ৫১৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৯০ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৭৩৫,৭০৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,২৯৬,০৪৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮,৫৪,৫৮২ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ছত্তিশগড়ে মাও-তাণ্ডব অব্যাহত বিজাপুরে অপহৃত পুলিশ কর্মী খুন

রায়পুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের তাণ্ডব কমছেই না। এবার অপহৃত একজন পুলিশ কর্মীকে খুন করল মাওবাদীরা। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলার ঘটনা। ৩ দিন আগে, গত ২১ এপ্রিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মুরলি তাতিকে অপহরণ করেছিল মাওবাদীরা। খুন করার পর বিজাপুর জেলার গঙ্গালুর থানার অন্তর্গত পালনার গ্রামের কাছে ওই পুলিশ কর্মীর দেহ ফেলে পালিয়েছে মাওবাদীরা। শনিবার বিজাপুরের পুলিশ সুপার কমোলচন কাশ্যপ জানিয়েছেন, পালনারের বাড়িতে গিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মুরলি তাতি। ২১ এপ্রিল তাঁকে পালনার গ্রাম থেকে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া মাওবাদীরা। খুন করার পর পুলিশ কর্মীর দেহ পালনার গ্রামের কাছে রেখে চলে যায় মাওবাদীরা।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ললিত বেহাল

মুম্বাই, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ললিত বহেল। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭১ বছর। গত এক সপ্তাহ আগে করোনায় আক্রান্ত হন তিনি।বুধবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে দিল্লির অ্যাপালো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাশাপাশি হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। ললিত বহেলের মৃত্যুর খবর পেয়েই শোক নেমে এসেছে বলিপাড়ায়। শুক্রবার ললিত বেহলের পুত্র পরিচালক কানু বেহল জানিয়েছেন, তাঁর বাবার হার্টের সমস্যা ছিল। এরপর করোনা সংক্রমণ হওয়ার পর সেই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ফুসফুসেও সংক্রমণ হয়েছিল তাঁর। অভিনেতার মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই ভেঙ্গে পরে গোটা বলিউড। রণবীর শোরে থেকে শুরু করে আদিল হুসেন শোকজ্ঞাপন করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।প্রসঙ্গত, থিয়েটারের মধ্য নিজের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। পঞ্জাবে "কাপুরথালা" নামের একটি নাটকের দলও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পড়াশোনা সেরে মঞ্চ অভিনেতা হিসেবে নিজের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ললিত বহেল। পরবর্তী সময়ে দূরদর্শনের জন্য "তাপিস","আতিশ","হ্যাপি বার্থডে" এর মতো বিভিন্ন টেলিফিল্মও পরিচালনা করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন "মুক্তি ভবন"," তিতলি"-র মতো ছবিতে। রাজকুমার রাও ও কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত "জাজমেন্টাল হ্যায় ক্যায়া" ছবিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ললিতকে পেয়েছিলেন দর্শক।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ওজন কমাতে হাঁটা বনাম দৌড়

ব্যায়াম মানেই ব্যায়ামাগারে গিয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে তা কিন্তু নয়।

হাঁটা, দৌড়া, সাঁতার, দড়িলাফ, বুকডন ইত্যাদি সবই 'কার্ডিও' ব্যায়াম যার জন্য তেমন বিশেষ কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। আর 'কার্ডিও' ব্যায়ামের মধ্যে সবচাইতে সহজ হল হাঁটা, তারপর দৌড়। তবে উপকারিতা মোটেই কম নয়। এই দুইয়ের মধ্যে বেশি ভালো কোনটা- সেটা কি বেছে নেওয়া সম্ভব?

শরীরচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

বেশি ক্যালরি ঝরানোই যদি মাপকাঠি হয় তবে দৌড়ানো এগিয়ে থাকবে। কারণ হাঁটার তুলনায় দৌড়ে ক্যালরি খরচ হয় বেশি, প্রায় দ্বিগুন।

আবার দৌড়ালে হৃদযন্ত্রকে কাজ করতে হয় বেশি, যা তাকে স্বাস্থ্যবান করে তোলে।

তবে যাদের হৃদরোগ, হাঁপানি, হাঁটুর সমস্যা আছে তাদের জন্য দৌড়ানো ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

পেটের মেদ কমাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি হাঁটা আর দৌড়ের মিশ্রণে।

কিছুক্ষণ হাঁটা পরে কিছুক্ষণ জোরে দৌড়ানো, পরে আবার হাঁটা এবং আবার দৌড়ানো। এই অভ্যাস অনুসরণে পেটের 'ভিসেরাল ফ্যাট' কমে দ্রুত। ফলে ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও হাঁটার তুলনায় দৌড়ানো ফলাফল দেবে দ্রুত।

কর্মশক্তি বাড়াতে হাঁটা আর দৌড়ানো দুটোই উপকারী।

শরীরের ধকল নেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ায় দুটোই। দূরারোগ্য ব্যধিগুলো থেকে সুরক্ষা দিতেও হাঁটা ও দৌড়ানো সমানে সমান।

তবে সবক্ষেত্রেই হাঁটার তুলনায় দৌড়ানো আপনাকে ফলাফল দেবে দ্রুত। সেক্ষেত্রে নিজের শরীরের ক্ষমতার হিসেবটাও মাথায় রাখতে হবে।

যেকোনো শরীরচর্চাই মৃদুভাবে শুরু করে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে হয়। অন্যথায় স্থায়ীভাবে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আবারও বাংলা সেরা 'মিঠাই' ম্লান 'খড়কুটো' ম্যাজিক?

'মিঠাই' খুশি করছে দর্শককে। 'মিঠাই' খুশি করছে দর্শককে।রেটিং চার্ট বলছে, অস্তাচলে 'মোহর'। দুপুরের নতুন স্লটে আসার পর তার সংগ্রহে মাত্র ২.৫!

সাপ্তাহিক টিআরপি অনুযায়ী জি বাংলার 'মিঠাই' চলতি সপ্তাহেও রসেবশে রেখেছে জনতা জনার্দনকে। খুশি হয়ে দর্শকেরা 'বদলি উপহার' দিয়েছেন ধারাবাহিককেও। সবাইকে টপকে ৯.৩ পয়েন্ট পেয়ে গত সপ্তাহের মতোই বাংলা তথা সপ্তাহের সেরা এই ধারাবাহিক। ৮.৩ পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল জি বাংলার আরেক ধারাবাহিক 'অপরাজিতা অপু'র। দীপু-অপুর বিয়ে। তাই নিয়ে ২ সংসারের টানটান দ্বন্দ্ব আপাতত এই ধারাবাহিকের মূল আকর্ষণ। ৮.২ পেয়ে তৃতীয় 'কৃষ্ণকলি'। মিষ্টি 'মা' হতে চলেছে। মুখোপাধ্যায় বাড়ির এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে পয়লা বৈশাখে। সেই খবরও টাটকা অক্সিজেন জোগাতে পারেনি স্টার জলসা-র 'খড়কুটো' ধারাবাহিককে। এক সময় টানা ৫ সপ্তাহের সেরা ধারাবাহিক ৭.৬ পেয়ে পিছিয়ে এসেছে চতুর্থ স্থানে। পঞ্চম 'যমুনা ঢাকি'। তার সংগ্রহে ৭.৩। এ বার 'সপ্তাহ সেরা' চ্যানেলের ফলাফলেও বদল! ৫৯৩ পেয়ে প্রথম জি বাংলা। স্টার জলসা পেয়েছে ৫৭৯ নম্বর। বাকিরা কে কোথায়? চোখ রাখুন চার্টে।

নিজের সব রাজনৈতিক সভা বাতিল করলেন দেব

করোনার সংক্রমণ বাড়তেই রাজনৈতিক প্রচার নিয়ে ভ্রুকুটি অভিনেতা দেবের। এ বার নিজের সব রাজনৈতিক সভা বাতিল করার ঘোষণা করলেন তিনি। একই সঙ্গে নেটমাধ্যমে লিখলেন, 'রাজনৈতিক নেতা না হলে মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে বেরবেন না। তার কারণ আপনারা জানেন'। তাঁর বার্তা, এ বারে প্রকৃত অর্থে 'আত্মনির্ভর' হওয়ার সময় এসেছে। পাশে বন্ধনীতে লেখা, 'খোঁচা দিইনি। এটাই রূঢ় বাস্তব। নিজের জীবন নিজে বাঁচান'।

বাংলার নির্বাচনে নেতামন্ত্রীদের অসতর্কতা দেখে এমনিতেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ। সে কথা প্রকাশ করেছেন আগেই। পয়লা বৈশাখে তিনি 'গোলন্দাজ' ছবির প্রচারে বেরিয়ে এ কথা বলেন সংবাদমাধ্যমকে। নিজে এক বারের জন্যেও মুখ থেকে মাস্ক খোলেননি, তার প্রমাণ নেটমাধ্যমেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে না বেরনোর পরামর্শ তো অনেকেই দিয়েছেন। এক জন রাজনৈতিক নেতা হয়ে প্রচার ও সভা-সমিতি নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করছেন দেখে মুগ্ধ নেটাগরিক ও তাঁর অনুরাগীরা।

গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হরমোনের তারতম্যের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও থেকে বিভিন্ন খাবার খাওয়ার ইচ্ছে জাগে। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা, চলাফেরায় অসুবিধা, খেতে না পারা, মানসিক অবস্থার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা দেয়। খেতে অসুবিধা যেমন হয় তেমনি এসময় বিভিন্ন খাবার খাওয়ার আগ্রহ জেগে ওঠাও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে হরমোনের তারতম্যের প্রভাব যেমন আছে তেমনি আছে নির্দিষ্ট কোনো পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সাধারণ কিছু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে যা গর্ভাবস্থায় দেখা দেওয়ার কারণটা শুধুই স্বাদ উপভোগ করা নয়।

আইসক্রিম: আইসক্রিম একটি প্রিয় খাবার। আর তা খেতে ইচ্ছা করে শীত কিংবা গরম যাই হোক না কেনো। তবে একজন গর্ভবতী নারীর আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা হওয়ার পেছনে আরেকটি বিশেষ কারণ হল এতে থাকা উচ্চমাত্রার ক্যালসিয়াম। তবে যতই ইচ্ছা হোক না একবারে বাটি ভরে খাওয়া চলবে না। আইসক্রিমের বদলে বেছে নিতে পারেন শীতল টকদই।

আলুর চিপস: প্রচণ্ড অস্বাস্থ্যকর হওয়ার পরও এই খাবারকে না বলতে পারবে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে গর্ভাবস্থায় আলুর চিপস খাওয়ার পেছনে মূল চাহিদা এতে থাকা লবণ। গর্ভাবস্থায় শরীরের প্রচুর পরিমাণে পানি ধরে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর লবণের সোডিয়াম পানি ধরে রাখার কাজটি করে। তবে আলুর চিপসের বদলে পপকর্ন খাওয়া ভালো, কারণ তাতে ক্যালরির পরিমাণ কম।

কোমল পানীয়: গর্ভবতী নারীর কোমল পানীয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দেখা দেওয়ার অর্থ তার শরীর চিনি চাইছে। তবে ফলের শরবত বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আচার: আচার খাওয়ার সঙ্গে মা হতে যাওয়ার সম্পর্কটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। বাস্তব জীবনে সিংহভাগ নারী সব বয়সে আচার খেতে পছন্দ করেন। তবে নাটক সিনেমাগুলোতে নারীর আচার খাওয়াকেই মা হতে যাওয়া শুভ সংকেত হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। আচার সুস্বাদু এতে দ্বন্দ্ব নেই, তবে গর্ভাবস্থায় তা খেতে মন চাওয়া পেছনে মূল হোতা ওই সোডিয়াম। এই সময়ে নারীর শরীরে রক্তের মাত্রা বাড়ে আর সেখান থেকে সোডিয়ামের চাহিদা বাড়ে। তবে চেষ্টা করতে হবে লবণ কম এমন আচার খাওয়ার।

চকলেট: সবার সবসময় চকলেট খেতে মন চায় না। গর্ভাবতী অবস্থায় চকলেট খেতে মন চাওয়া বিশেষ কারণ হলো ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করা। ডার্ক চকলেটকে ভালোবাসতে পারলে তা শরীরের জন্য উপকারী হবে।

কফি: গর্ভধারণের আগে যদি কফির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তবে গর্ভাবস্থার পুরো সময়টা তা পান করার ইচ্ছা থাকবে প্রবলমাত্রায়। তবে অতিরিক্ত কফি 'প্লাসেন্টা'র জন্য ক্ষতিকর এটাও মাথায় রাখতে হবে।

ডিম: প্রোটিনের উৎস হিসেবে দারুণ একটি খাবার ডিম। একারণেই হয়ত গর্ভবতী নারীদের মাঝে এর আকাঙ্ক্ষা সবচাইতে বেশি দেখা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে ডিম পুরোপুরি রান্না করার ব্যাপারটা। অন্যথায় 'সালমোনেলা' ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়।

অতিমারি রুখতে সক্রিয় টলিউড, চিকিৎসা, ডায়েট সংক্রান্ত যোগাযোগের হদিশে সৃজিত-স্বস্তিকা-বিরসা

মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন টলিউডের তারকারা। মানুষের দুঃসময়। অতিমারির সঙ্গে লড়তে তারকারাও নিজেদের মতো করে মানুষের এসে দাড়িয়েছেন নেটমাধ্যমে। যেমন, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, বিরসা দাশগুপ্ত। নিজেদের সামাজিক পাতায়

চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহ বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করছেন প্রতি মহূর্তে। যাতে তাঁদের সহযোগিতায় সুস্থ হয়ে ওঠেন বহু সংখ্যক করোনা আক্রান্ত।

এই মুহূর্তে কলকাতার সবচেয়ে বড় সংকট অক্সিজেন সিলিন্ডারের ঘাটতি। যার কারণে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর হার বাড়ছে লাফিয়ে। জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক তাঁর সামাজিক পাতায় শেয়ার করেছেন বেহালা, রাসবিহারী, গড়িয়া সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার ওষুধের দোকানের যোগাযোগ নম্বর। যেখানে এখনও পাওয়া যাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার।

করোনা আক্রান্তের ফুসফুসে যাতে অক্সিজেনের অভাব না ঘটে তার জন্য আরেক পরিচালক বিরসাও হদিশ দিয়েছেন কিছু ওষুধের দোকানের। যারা সারা কলকাতায় এখনও অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করছে। অক্সিজেনের পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় ব্যবহৃত ইনজেকশন কোথায় মিলবে তার খোঁজও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর আকর্ষণ করেছেন সকলের। করোনা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার অন্যতম হাতিয়ার ঠিক মতো খাওয়া। ভরপেট খাওয়াদাওয়া এই সময় জরুরি। আক্রান্তরা নিভৃতবাসে থাকাকালীন কী ভাবে সুষম খাবার পাবেন? তার হদিশ দিয়েছেন বিরসা। কলকাতায় ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু হেঁশেলের যোগাযোগ নম্বর তিনি শেয়ার করেছেন নেটমাধ্যমে। যাতে ঘরে বসেই ভরপেট খাবার পান প্রত্যেক আক্রান্ত।

অনুরাগীদের পাশে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও। বাংলার সমস্ত মানুষের জন্য ভীষণ ভাবে চিন্তিত তিনি। তাই চিঠির আকারে লেখা বার্তায় তাঁর অনুরোধ, দরকার ছাড়া বাইরে না বেরনোই ভাল। পাশাপাশি এও জানিয়েছেন, চাইলেও কারওর পাশে দাঁড়াতে পারছেন না। ফলে, এক ধরনের অপরাধবোধে কুঁকড়ে যাচ্ছেন তিনি। এই বার্তার সঙ্গে তিনিও বেশ কিছু সাহায্যকারী নম্বর, অতিমারি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় টিকা, পরীক্ষা কেন্দ্রের যোগাযোগ নম্বর ভাগ করে নিয়েছেন।

শোকের ছায়া বলিউডে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অভিনেতা

শোকের ছায়া বলিউডে। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার সকালে মারা গেলেন অভিনেতা অমিত মিস্ত্রি। 'কেয়া কহেনা', 'এক চল্লিশ কি লাস্ট লোকাল', '৯৯', 'আ জেন্টলম্যান', 'শোর ইন দ্য সিটি'-র মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিত। গত বছর অ্যামাজন প্রাইমের 'বন্দিশ ব্যান্ডিটস' ওয়েব সিরিজেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এ ছাড়া নানা বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি। অমিতের সহকারী মহর্ষি দেশাই তাঁর মৃত্যুর খবরটি প্রকাশ্যে আনেন। তিনি জানান, কোনও রকম শারীরিক অসুস্থতা ছিল না অমিতের। একদমই সুস্থ ছিলেন অভিনেতা। প্রাতঃরাশের পর আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। অভিনেতার অকাল প্রয়াণে শোকাহত তাঁর সহকর্মীরাও। অনেকেই বলছেন, শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, তখনও পুরোপুরি ঠিক ছিলেন অমিত। কোনও অসুস্থতার লক্ষণ ছিল না তাঁর। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রযোজক মাহির খান মুম্বইয়ের এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দিন দশেক আগে অমিতের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর। মাহির নতুন কাজ করছেন কি না জানতে চেয়েছিলেন অমিত। বন্ধুর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন অভিনেতা।

ওজন কমাতে খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের পন্থা

বাড়তি ওজন কমাতে খাবারের পরিমাণের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি খাবারের পরিমাণের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়।

আর এই পরিমাণের হিসাব করতে গিয়ে অনেকেই ভুল করেন। কোনো একবেলায় হয়ত বেশি খাওয়া হয়, কোনো বেলায় কম। ভারসাম্যহীনতার কারণে ফলাফল অনেক সময় শূন্যই থেকে যায়।

তাই পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল ওজন কমাতে পরিমিত, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের উপায় ও উপকারিতা সম্পর্কে।

ওজন কমাতে খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ যেভাবে কার্যকর খাবার শরীরের ওজন ও সুস্থতায় সরাসরি ভূমিকা রাখে তাই কী পরিমাণ খাবার খাওয়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। প্রতিবেলার খাবার যদি মেপে খাওয়া হয় তাহলে অতিভোজন ও বাড়তি ক্যালরি যোগের সম্ভাবনা এড়ানো যায়। খাবার পরিমিত ও পুষ্টিকর হলে তা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূতি দেয় ও শরীর সুস্থ রাখে।

পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের নানান পদ্ধতি রয়েছে। নিজের ইচ্ছা ও সুবিধার ওপর নির্ভর করবে কোন পদ্ধতিটা কার্যকর।

প্রতিবেলার খাবারের আগে পানি পান: খাবারের আগে পর্যাপ্ত পানি পান করলে বাড়তি খাবার গ্রহণের প্রবণতা ও ঝুঁকি কমে। এছাড়াও শরীর আর্দ থাকে। বাড়তি ক্যালরির চাহিদা কমাতে গরম ভেষজ চা, সঙ্গে লেবু মিশিয়ে পান করতে পারেন। হাতের তালুর সাহায্যে খাবারের পরিমাণ মাপা: প্রতিবেলায় কী পরিমাণ খাবার খাচ্ছেন সে সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। বিশেষত যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন। খাবার পরিমাপ করার কোনো আদর্শ যন্ত্র না থাকলে হাতের তালুর সাহায্যে খাবার মেপে প্রতিবেলায় খাওয়ার অভ্যাস করুন।

ছোট প্লেটে খাবার খাওয়া: বড় প্লেটে খাবার খেলে বেশি খেয়ে ফেলার ঝুঁকি থাকে। তাই ছোট প্লেটে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। এই পদ্ধতিতে চাহিদার অতিরিক্ত খাওয়ার সম্ভাবনা কমে।

ধীরে ও মনোযোগ দিয়ে খাওয়া: অতিরিক্ত খাওয়া কমাতে চাইলে ধীরে ও মনোযোগ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। অনেকক্ষণ খাবার চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা হলে তা হজমে সহায়তা করে ও শরীর সুস্থ রাখে।

পুষ্টির ভারসাম্য রক্ষা: খাবারের পরিমাণ কমাতে চাইলে এতে পুষ্টির পরিমাণ যেন ঠিক থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্লেটের অর্ধেকটা সবজি ও ফল দিয়ে পূর্ণ করুন।

বাকি ১/৪ ভাগে থাকবে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট এবং আধা টেবিল-চামচ চর্বি। সাধারণত খাদ্যাভ্যাসের এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শরীর স্বাভাবিক পুষ্টি ও ভিটামিন পায়। যা দেহকে সচল রাখতে সাহায্য করে।

মিশ্র চুল যত্নে রাখার পন্থা

মাথার ত্বক তৈলাক্ত, চুলের আগা শুষ্ক ও রুক্ষ- এমন হলে আপনি মিশ্র চুলের অধিকারী।

এই ধরনের চুল পরিষ্কার করতে ও যত্ন নিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মিশ্র চুল যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।সঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার: মাথার ত্বক পরিষ্কার করে কিন্তু চুলের জন্য রুক্ষ নয় এমন শ্যাম্পু এই ধরনের চুলের জন্য উপকারী। মিশ্র চুলের অধিকারিদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত থাকে ও আগার দিকটা থাকে শুষ্ক ও রুক্ষ। তাই ক্লে, ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন ও ডিমেথেথিকন উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন।

শ্যাম্পু পরিবর্তন: খুব বেশি চুল ধোয়া ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা হলে তা চুলকে শুষ্ক করে ফেলে। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে সরাসরি শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। আর চুলের বাড়তি অংশ পরিষ্কারের জন্য শ্যাম্পু পনিতে গুলিয়ে ফেনা তৈরি করে ব্যবহার করুন।কন্ডিশনার বাদ দিবেন না: চুলকে মসৃণ ও কোমল রাখার জন্য কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। শ্যাম্পু চুল থেকে যে আর্দতা শুষে নেয়। আর তা পূরণ করতে কন্ডিশনার সহায়তা করে। শ্যাম্পুর পরে চুলের মাঝ বরাবর অংশ থেকে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন এবং দুই মিনিট অপেক্ষা করে তা ধুয়ে ফেলুন। কম তাপের যন্ত্র ব্যবহার: চুলে তাপ প্রয়োগ করা ক্ষতিকর। তাপ চুলকে শুষ্ক করে ফেলে ও তেল উৎপাদন বাড়ায়।

আগরতলায় মাস্ক পরিধান না পরায় জরিমানা করা হয় যান চালকদের। ছবি ঃ নিজস্ব

নবান্নর বৈঠকই সার, গাইঘাটায় বাড়িতেই দীর্ঘক্ষণ পড়ে বৃদ্ধ করোনা রোগীর দেহ

গাইঘাটা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : নবান্ন-র বৈঠকই সার। মৃত্যুর পর প্রায় ১৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও পড়ে রইল বৃদ্ধ করোনা রোগীর দেহ। অভিযোগ, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সব নম্বরে ফোন করেও দেহ সৎকারের জন্য সাহায্য পাওয়া যায়নি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটায় এই ঘটনায় রীতিমতো অসহায় বোধ করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

ঘরে পড়ে থেকে, অসহায়ভাবে মৃত্যু হচ্ছে করোনা আক্রান্তদের। কিন্তু, ভয়ে মৃতদেহ সরাতে এগিয়ে আসছেন না কেউ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকছে সেই দেহ। শুধু বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবারের মধ্যেই সামনে এল এমন ছ'টি ঘটনা। কোথাও মৃতদেহ পড়ে রইল বারো ঘণ্টা, কোথাও ষোল ঘণ্টা। আবার কোথাও মৃতদেহ পড়ে ছিল প্রায় ২৪ ঘণ্টা। মৃতদেহের পাশে বসে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে হল পরিবারকে। এরপরই নবান্ন-র বৈঠকে করোনা-বিষয়ক আলোচনায় প্রসঙ্গটি উঠেছিল। প্রশাসনের কর্তারা বিষয়টির দিকে কড়া নজর রাখতে পুর ও স্বাস্থ্য অফিসারদের নজর দেন। শনিবার এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। প্রথমে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি জানিয়েছিল, গভীর রাতের আগে করোনা রোগীর দেহ সরানো সম্ভব নয়। এই খবর জানাজানি হতেই অবশেষে দেহ সংকারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয় জেলা স্বাস্থ্য দফতর। গাইঘাটার ওই বাড়ি থেকে শনিবার রাতে দেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার ভোরে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলাকায় করোনা-আক্রান্ত কলকাতা পুলিশের এক প্রাক্তন পুলিশকর্মী দুলালচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়। বছর উনআশির ওই বৃদ্ধের ছেলে ইন্দ্রনীল মজুমদার বলেন, "বৃহস্পতিবার রাতে বাবার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। তার পর শুক্রবার থেকে বাড়িতেই বাবার ওষুধ চলছিল। শ্বাসকষ্টও ছিল। অনেক চেষ্টা করেও হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারিনি। এর পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। শনিবার ভোর সাড়ে ৩টে থেকে সাড়ে ৪টের মধ্যে বাবা মারা যান।" বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করলেও কোনও জায়গাতেই বেড পাওয়া যায়নি। এমনকি, অক্সিজেন বা অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করতেও পারেননি তারা। শনিবার ভোরে নিজের ঘরেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। তার পর থেকে মৃতদেহ দীর্ঘক্ষণ তাঁদের বাড়িতেই পড়ে থাকে। বৃদ্ধের স্ত্রী অর্চনা মজুমদারও করোনা আক্রান্ত। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সংক্রমণের আশঙ্কায় চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের লোকেরা।

নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিপ্লব সাহা নামে কোভিড আক্রান্ত প্রৌঢ় বৃহস্পতিবার রাত ২টোর সময় মারা যান। অবশেষে শুক্রবার বিকেল মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যায় প্রশাসন। নদিয়ার শক্তিনগরে ৭০ বছরের গৌতম চৌধুরী করোনা আক্রান্ত হন। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টের সময় বাড়িতেই মারা যান। ২৪ ঘণ্টা তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকে বাড়িতেই ।হিন্দুস্থান সমাচাব

অক্সিজেনের অপ্রতুলতা নিয়ে মোদীর ব্যর্থতাকে দায়ী করে ভোট চাইলেন মমতা

বোলপুর, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : অক্সিজেনের অপ্রতুলতা নিয়ে মোদীর ব্যর্থতাকে দায়ী করে বোলপুরের মঞ্চ থেকে ভোট চাইলেন মমতা।শনিবার করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য, আক্সিজেনের অভাবের জন্য মোদীর ব্যর্থতাকে দায়ী করে তিনি।এদিন ইজরাইল প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি তারা দেশবাসীকে ভ্যাকসিন দিয়ে মাস্ক ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে, মোদী কেন পারলো না? বিদেশে ভ্যাক্সিন দিচ্ছে , দেশে নেই! বিদেশে দাও, কিন্তু আগে দেশবাসীকে দাও। প্রাইসিং দেখুন ভ্যাক্সিনের। কেন্দ্র দেড়শো, রাজ্য চারশো। সব কিছু নিজের কাছে রেখে দিয়ে, ভ্যাকসিন নেই, ওষুধ নেই। ওয়ান গভর্নমেন্ট, ওয়ান লিডার, সো মেনি প্রাইসেস? কেন্দ্র সরকার জানতো জানুয়ারীতে কোভিড হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু আগেই সতর্ক করেছিল, অক্সিজেন প্রস্তুত রাখতে। কিন্তু ওদের মাথা ব্যথা শুধু ইউপি আর গুজরাট। সবাইকে দিন। কিন্তু রেশনিং করুন। এখন থালা বাজান, ঘন্টি বাজান। অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী। দেশটাকে শেষ করে দিল। এদিন তিনি আরও বলেন, ইলেকশন কমিশন বিজেপির মইনা। বিজেপির আইনা। বিজেপি চাই না। বিদ্রোহ করে জবাব দিন ইভিএমে। মনুমেন্টাল ইন কমপিটেন্স সরকার। গণ চিতা জ্বলছে। ভোট করবেন, মানুষ থাকলে। এখন রমযান চলছে। জানি, অসুবিধা। তবু ভোট দিতে হবে। কোন হাঙ্গামায় জড়াবেন না। সি আর পি এফ ঝামেলা পাকাতে চাইবে। এক জায়গা থেকে গিয়ে কোভিড ছড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজও মুখ্য সচিবের সাথে বৈঠক করেছি। ভারতের গরীব মানুষকে বিনা পইয়সায় ভ্যাক্সিন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। পি এম কেয়ারস থেকে কুড়ি হাজার কোটি টাকা দিলেই তো সবাই টিকা পায়। ১০ শতাংশ অক্সিজেন সিলিণ্ডারের জন্য কেন্দ্রকে বলেছি।

দিল্লির হাসপাতালে মৃত্যু ২০ জন অসুস্থ রোগীর, অবশেষে এল অক্সিজেন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির হাসপাতালে রাতারাতি মৃত্যু হল ২০ জন গুরুতর অসুস্থ করোনা-রোগীর। দিল্লির জয়পুর গোল্ডেন হাসপাতালের ঘটনা। অক্সিজেনের অভাবেই মৃত্যু হয়েছে ২০ জন রোগীর। শনিবার সকালে হাসপাতাল সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সকালের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ২০ জন অসুস্থ রোগীর। অক্সিজেনের সঙ্কটের কারণে ২০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এদিন সকালে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মাত্র ৩০ মিনিট চলবে। এতটুকুই অক্সিজেন রয়েছে।

যদিও, দুপুরের মধ্যেই অক্সিজেন নিয়ে একটি ট্যাঙ্কার এসে পৌঁছয় জয়পুর গোল্ডেন হাসপাতালে। খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই মহুর্তে দিলির বিভিন্ন হাসপাতালে অক্সিজেনের প্রচুর অভাব রয়েছে। এর আগে শুক্রবারই দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছিল ২০ জন রোগীর। স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের পর এবার জয়পুর গোল্ডেন হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ২০ জন রোগীর।

সেরাম ইনস্টিটিউট অগ্রিম টাকা নিয়েও সময় মতো টিকা দিচ্ছে না, ক্ষুব্ধ বাংলাদেশি সংস্থা

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভ্যাকসিনের জন্য ডোজের টাকা অগ্রিম নিয়েও সময়মতো টিকা না দেওয়ায় 'কোভিশিল্ড' উৎপাদনকারী সংস্থা সেরাম ইনস্টিটিউটের উপরে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা বেক্সিমকো ফার্মাসিটিউক্যালস।

শনিবার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হাসান পাপন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'করোনাভাইরাসের দেড় কোটি ডোজ টিকার জন্য ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটকে টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকা নেওয়ার পর টিকা আটকানোর কোনও অধিকার সেরামের নেই।' টিকার জন্য সেরামের উপরে যাতে চাপ তৈরি করা হয়, তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

ভারতে করোনা টিকা 'কোভিশিল্ড'-এর উৎ পাদনকারী সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বাংলাদেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা বেক্সিমকো'র এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই চুক্তি অনুযায়ী, বেক্সিমকো-কে দেড় কোটি ডোজ কোভিশিল্ড দেওয়ার কথা ছিল সেরাম ইনস্টিটিউট। ভারত থেকে আনানো সম্পূর্ণ টিকাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরকে সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল বেক্সিমকো ফার্মাসিটিউক্যালস।প্রথম দিকে চুক্তি অনুযায়ী টিকা সরবরাহ করলেও ভারতে করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতেই টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউট। ফলে বাংলাদেশে টিকার সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নতুন টিকা না এলে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বাংলাদেশের টিকাকরণ কর্মসূচি।

করোনা আক্রান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপকের মৃত্যু

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের। বুধবার তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে। বাড়িতেই হোম আইসোলেশনে তিনি। পরিবার সূত্রে খবর। শনিবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও ভোর পৌনে ছ'টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, আদিত্য চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিক্সের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে হোম আইসোলেশনে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, ভোরে মৃত্যু হলেও সকাল ১১টা পেড়িয়ে গেলেও পুরসভার তরফে শববাহী গাড়ি পৌঁছোয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর পরেও প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় ধরে করোনা আক্রান্তের মরদেহ বাড়িতেই পড়ে রয়েছে।

দিল্লিতে রেলওয়ের "কোভিড কেয়ার কোচ"-এ ভর্তি তিন করোনায় আক্রান্ত রোগী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার রাজধানী দিল্লির শাকুরবস্তি রেলওয়ে স্টেশনে "কোভিড কেয়ার কোচ"-এ তিনজন করোনায় আক্রান্ত রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে।

উত্তর রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক আশুতোষ গাঙ্গাল বলেছেন যে, দিল্লির জনগণকে অতিরিক্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য, রেল রাজ্য সরকারের দাবিতে এখানে ৮০০ শয্যা বিশিষ্ট মোট ৫০ টি বিচ্ছিন্ন কোচ সরবরাহ করেছে। প্রতিটি কোচে ১৬জন রোগীর জন্য শয্যা, দুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার, টয়লেট এবং আবহাওয়া অনুসারে সমস্ত প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অ্যাম্বুলেন্সের সুচারু চলাচলের জন্যও এখানে রাস্তাও আছে। শাকুরবস্তির কোভিড কেয়ার সেন্টারে এ পর্যন্ত মোট তিনজন রোগী ভর্তি হয়েছেন। আইসোলেশন কোচ সেন্টারে রোগীদের স্বাস্থ্যকর ও মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। গাঙ্গাল বলেন, উত্তর রেলওয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সর্বাত্মক সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রোগীদের চড়া রোদ থেকে রক্ষা করতে এই কোচগুলি একটি ছায়াময় জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিনভর রাজধানীতে, করোনা থেকে ২৩ হাজারেরও বেশি রোগী সুস্থ হয়েছেন এবং ২৪,৩৩১ নতুন সংক্রমণের কেস পাওয়া গেছে। একই সময়ে, রেকর্ড ৩৪৮রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

এবার ভারতকে সাহায্যের আশ্বাস আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে নাজেহাল দেশ। এ হেন সংকটের মুহূর্তে ভারতকে সাহায্যের আশ্বাস দিল বিশ্বের তাবড় তাবড় শক্তি। আগেই এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে ভারত করোনা মোকাবিলায় বিশ্বের বহু দেশকে সাহায্য করছিল। ভ্যাকসিন, ওষুধ, পিপিই কিট সরবরাহ করছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে এ দেশ নিজেই সংকটে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লাগাতার দেশের করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও মার্কিন প্রশাসন সেভাবে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেয়নি। তবে শুক্রবার সেই বার্তা এল মার্কিন চেম্বার অফ কমার্সের চাপের পর।

বাইডেন প্রশাসন এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল,''আমরা বুঝতে পারছি, ভারতের করোনা পরিস্থিতি শুধু ভারতের জন্য নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়া তথা গোটা বিশ্বের জন্য সংকট। আমরা ভারতীয় বন্ধুদের কী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি। আমরা ভারতে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ভারতে আমাদের যেসব সঙ্গীরা রয়েছেন, তাঁদের তরফে ভারত সরকারকে সর্বোচ্চ স্তরের সহযোগিতা করতে।''

আমেরিকার পাশাপাশি ভারতের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও। তিনি বলছেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে দাঁড়াতে এবং সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ব্রিটেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন, ভারতবাসীকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ব্রিটেন ভারতকে ভেন্টিলেটর এবং করোনা চিকিৎসার সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করতে পারে। সার্বিকভাবে, কঠিন লড়াইয়ে ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেনের মত শক্তিধর দেশকে পাশে পেয়েছে ভারত। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আগেই সবরকমভাবে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই পথে হেঁটে ভারতকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও।

হালুয়া-পুরি নয়, গাজিয়াবাদের গুরুদ্বার থেকে দেওয়া হচ্ছে অক্সিজেন

গাজিয়াবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংকট অক্সিজেনের ঘাটতি। তা মেটাতে এবার নিজেদের লঙ্গরখানাতেই অক্সিজেন তৈরির পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে গুরগাওয়ের একটি গুরুদ্বার। দিনভর হালুয়া, পুরির বদলে সেখানে তৈরি হয়ে চলেছে করোনা চিকিৎসার মূল উপকরণ অক্সিজেন। দিল্লি-হরিয়ানার বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে এই অক্সিজেন সরবরাহ করা হবে, তাতে সংকট কিছুটা কমতে পারে বলে আশা। করোনা ভাইরাসের মিউট্যান্ট স্ট্রেনের দাপটে এবার আক্রান্তদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেশি। তাই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বাড়তি অক্সিজেন । এই বাড়তি চাহিদার জেরেই দেশে অক্সিজেনের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে একাধিক জরুরি বৈঠক করে আরও বেশি করে অক্সিজেন উৎপাদনে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। এই অবস্থায় অক্সিজেন ঘাটতি মেটাতে এগিয়ে এসেছে গাজিয়াবাদের গুরুদ্বার। ইন্দিরাপুরমের শ্রী গুরু সিং সভা গুরুদ্বারে এখন চলছে 'অক্সিজেন লঙ্গর'। দুয়ারে দাঁড়ালেই এখানে সংকটাপন্ন রোগী পাচ্ছেন অক্সিজেন, প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ। তেমনই ভিড়ও হচ্ছে বেশি। সকাল থেকে সন্ধে, ইন্দিরাপুরমের এই গুরুদ্বারে গেলেই অক্সিজেন পাওয়ার আশায় রোগীর আত্মীয়রা ভিড় বাড়াচ্ছেন। খালি হাতে অবশ্য কাউকেই ফিরতে হচ্ছে না। গোটা অক্সিজেন সিলিন্ডারই পাওয়া যাচ্ছে। গুরুদ্বারের ম্যানেজারের কথায়, "এখনও পর্যন্ত অক্সিজেন দিয়ে ২০০ জনের জীবন বাঁচাতে পেরেছি আমরা। ডিএম, এসপি-দের কাছে অনুরোধ করেছি, যদিও আরও সিলিন্ডার আমাদের দেন, তাহলে সেখান থেকে আরও অনেক মানুষকে জীবনদান করতে পারব।"-

লিবিয়া উপকূলে নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ ১৩০ অভিবাসী, ১০জনের দেহ উদ্ধার

ত্রিপোলি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : লিবিয়া উপকূলে ১৩০ অভিবাসী নিয়ে একটি রাবারের নৌকা ডুবে গেছে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় ১০ অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইউরোপীয় মানবিক সংগঠন এসওএস মেডিটারানিয়ান জানায়, লিবিয়া উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় চরম দুর্দশার মুখে পড়া তিনটি নৌকার উপস্থিতির ব্যাপারে তাদেরকে মঙ্গলবার অবহিত করা হয়েছে। স্বেচ্ছাভিত্তিক পরিচালিত মেডিটারানিয়ান উদ্ধার হটলাইন অ্যালার্ম ফোনের মাধ্যমে তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। ভাড়া করা জাহাজের পাশাপাশি এনজিও'র ওশান ভিকিং জাহাজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ওই এলাকা অভিমুখে রওনা দিয়েছে। ওই উপকূলে ছয় মিটার উচ্চ সামুদ্রিক ঢেউ রয়েছে।

এসওএস মেডিটেরানি জানায়, প্রথমে বাণিজ্যিক জাহাজ 'মাই রোজ' সমুদ্রের জলে তিনটি মৃতদেহ খুঁজে পায়। তারপরই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত সংস্থা 'ফ্রন্টেক্স' উল্টে যাওয়া রাবারের নৌকাটি খুঁজে পায়। ওশান ভাইকিং ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর সমুদ্র থেকে ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করে। কিন্তু সেখানে কাউকে জীবিত খুঁজে পাওয়া যায়নি।এসওএস মেডিটারানিয়ানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর বিস্তীর্ণ এ সাগরে এর আগেই ৩৫০ জনের বেশি মানুষ তাদের প্রাণ হারিয়েছে। এদিকে এসওএস জানিয়েছে প্রায় ৪০ জন শরণার্থী নিয়ে আরও একটি কাঠের নৌকা ভূমধ্যসাগরে এখনও নিখোঁজ রয়েছে। বুধবার তারা ওই নৌকাটিকে খুঁজেছে।

আন্ডারওয়ার্ল ডন ছোটা রাজন করোনা আক্রান্ত, আগেই সংক্রামিত শাহাবুদ্দিন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আন্ডারওয়ার্ল ডন ছোটা রাজন করোনা আক্রান্ত হলেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটা রাজন এর শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকরা নজর রেখে চলেছেন। যদিও বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল। এখনই তাকে তিহার জেল থেকে সরিয়ে হাসপাতলে স্থানান্তর করার মতো পরিস্থিতি আসেনি বলে চিকিৎসক জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ছোটা রাজন-র করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর সংক্রমনের খবর পাওয়া যায়। রিপোর্ট পজেটিভ আসার পর তার সেলের সুরক্ষা কর্মী ও আশপাশে থাকা জেল কর্মীদের করেনটাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছোটা রাজন এবং বিহারের প্রাক্তন সাংসদ শাহাবুদ্দিন দুজনকেই তিহার জেলে উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্ঠনী যুক্ত সেলে রাখা হয়েছে। তাদের দুজনের কাছে কোন বাইরের লোক বিনা অনুমতিতে যেতে পারে না। এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাদের দুজনের করোনা সংক্রমণ হল, তা নিয়ে চিন্তিত জেল প্রসাশন। জেলা প্রশাসন অন্য কয়েদিদের করোনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে। যেই মুহুর্তে জেলবন্দি কোনও কয়েদির করোনা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্য কয়েদিদের থেকে সরিয়ে আলাদা করে রাখা হচ্ছে।

বেসরকারি হাসপাতালে ৬০ শতাংশ কোভিড বেড রাখার নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের দাপট দিন দিন বাড়ছে। রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের, আক্রান্ত হয়েছেন ১২,৮৭৬ জন। ফলে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড বেডের চাহিদা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দিল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন।কমিশনের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, করোনা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তাতে বেডের সংখ্যা না বাড়ালে বহু মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে যাবে। ফলে বেসরকারি হাসপাতালগুলির ৪০ শতাংশ শয্যা রাখতে হবে আপাতকালীন চিকিতা, ডে কেয়ার বেড, জরুরি অস্ত্রোপচার ও ডায়ালিসিসের জন্য। বাকী ৬০ শতাংশ বেড রাখতে হবে একমাত্র করোনা রোগীদের জন্য।রাজ্যের বহু বেসরকারি হাসপাতাল তাদের বেডের সংখ্যা বাড়িয়েছে। একথা মেনে নিয়েও কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, হাসপাতালের ৬০ শতাংশ শয্যা করোনা রোগীদের জন্যই থাকবে। কোনওভাবে যেন তার একটাও অন্য কাজে ব্যবহার না হয় বা সংখ্যা কমিয়ে না দেওয়া হয়। এরকম ক্ষেত্রগুলির উপর হাসপাতাল সুপারদের নজর দিতে বলল রাজ্য সরকার।

মদের দোকান বন্ধ, মহারাষ্ট্রে স্যানিটাইজার খেয়ে মৃত ৭

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনার জন্য বন্ধ মদের দোকান, কিন্তু মদ তো চাই! মদের পরিবর্তে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হল ৭ জনের। প্রত্যেকেই পেশায় শ্রমিক। মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমাল জেলার ওয়ানির ঘটনা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, মদের পরিবর্তে অ্যালকোহলের নেশায় স্যানিটাইজার খেয়েছিলেন ৭ জন। স্যানিটাইজার খাওয়ার পর তাঁরা সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৭ জনের মৃত্যু হয়।

শনিবার পুলিশ সূত্রের খবর, মদের দোকান বন্ধ থাকার কারণে মদ কিনতে পারেননি তাঁরা। প্রত্যেকেই পেশায় শ্রমিক। অ্যালকোহল না পেয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেলেন তাঁরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৭ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৫৭ জনের, পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত ৭.৯০ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের অভিঘাতে পাকিস্তানে পরিস্থিতির ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। পাকিস্তানে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৯০৮ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৬,৯৯৯ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ০১৬ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৮৮ জন। শনিবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৯০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৯০,০১৬। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৬,৫২৯। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৬,৮৬,৪৮৮ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ১১.২৭ শতাংশ।

ভারতের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ইমরান, পাক প্রধানমন্ত্রী সংহতির বার্তা

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতের করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ইমরান খান। ইমরান জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াইয়ে আমাদের সামিল হতে হবে। শনিবার টুইটারে ইমরান খান লিখেছেন, 'বিপজ্জনক কোভিড-১৯ ঢেউয়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর লড়াইয়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি। প্রতিবেশী দেশ এবং বিশ্বজুড়ে আক্রান্তদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা প্রার্থনা জানাই। বিশ্বজুড়ে এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াইয়ে আমাদের সামিল হতে হবে।'

পাক প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও, এই পরিস্থিতিতেও পাকিস্তানের নাগরিক সমাজ এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলির একাংশের তরফে করোনা যুদ্ধে ভারতের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হচ্ছে। দেওয়া হয়েছে সাহায্যের প্রস্তাবও। ইমরান খান ছাড়াও ভারতের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন।

আমরা সবাই এক পতাকাতলে : বিজন মুখার্জি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : নিজে তো বটেই, পরিবারে বা ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ কোনওদিন রাজনীতি করেননি। তাই রাজনৈতিক পরিচিতি একেবারেই ছিলনা। বিজেপি তাই বিজন মুখার্জিকে বিধানসভা ভোটে পশ্চিম বর্ধমানের রাণীগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী করল, প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে স্থানীয় বিজেপি নেতাকর্মীদের অনেকে। কিন্তু পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। ভোটের দু'দিন আগে খোলা গলায় বিজনবাবু দাবি করলেন, ''আমরা সবাই এক পতাকাতলে। কোনও অনৈক্য নেই। জেতার ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে আশাবাদী।''জয়ের আশা কিসের ভিত্তিতে? বিজনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ''কয়লাখনি অঞ্চলে রানীগঞ্জের একটা বড় অংশের মানুষ হিন্দিভাষী। ওঁদের ভোট তো পাবই। অনেক সংখ্যালঘু আছেন, যাঁরা আমাকে মানেন, শ্রদ্ধা করেন। সাধারণ অন্যান্য মানুষ তো আছেনই। রানীগঞ্জ, অন্ডাল, কাজোরার ঘরে ঘরে গিয়েছি। মানুষ দু'হাতে আশীর্বাদ করেছেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে ছিল প্রায় ২৫ হাজার ভোটে।''

রাজনৈতিক পরিচিতি না থাকলেও বিজনবাবুর অন্য পরিচিতি এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেখে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেছে। পেশায় চিকিৎসক। বয়স প্রায় ৪২। মা ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা, স্ত্রী আসানসোল বিবি কলেজের শিক্ষিকা। নিজের অন্য কথা জানাতে গিয়ে বিজনবাবু বলেন, ''আক্ষরিক অর্থেই আমি ভূমিপুত্র। জন্ম স্থানীয় হাসপাতালে। স্কুল-কলেজ সবই রানিগঞ্জে। কতকাল ধরে যে এখানে আমাদের বাস, কে জানে? দাদুর দাদু মাটির বাড়ি করেছিলেন। এখন যে বাড়িটায় আছি, সেটারই বয়স ১০০ বছরের ওপর। বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী।''বিহার থেকে এমবিবিএস পাশের পর দিল্লির সফদরজঙ হাসপাতালে কিছুকাল চাকরি করেন। এর পর হায়দরাবাদ থেকে স্ত্রীরোগ নিয়ে এম এস, দিল্লি থেকে আলট্রাসাউন্ড নিয়ে পিজি, কৃত্রিম প্রজনন (আইভিএ)-এর প্রশিক্ষণ। এখন রানিগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক। এই কারণেই এলাকায় বিভিন্ন মহলে পরিচিতি বেড়েছে।

রাজনীতির কোনও লক্ষ্য আগে ছিল? বিজনবাবুর জবাব, ''না। সেভাবে ছিল না। তবে, বাজপেয়ী-মোদী-শাহদের ভাবধারা ভাল লাগত। গত ডিসেম্বরে দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের হাত ধরে পুরোদস্তর চলে আসি রাজনীতিতে। ''অনুপ্রেরণা কে? বিজনবাবু জানান, ''আমার দুই মেয়ে। বড়টির নাম দেবারতী, এখন বয়স সাড়ে পাঁচ। ওর জন্মের পরেই আমার প্রতিষ্ঠা। আর ছোটটির (অভনিকা) বয়স সাত মাস। ওর জন্মের পরেই আমার রাজনীতিতে আসা। ওরা আমার দুই লক্ষী। ''রানিগঞ্জ বিধানসভার ভোট ২৬ এপ্রিল।

এখনই করোনা টিকার কাঁচামাল ভারতে রফতানিতে নারাজ আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আমেরিকানদের ভ্যাকসিন না দেওয়া পর্যন্ত করোনা টিকার গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ভারতে রফতানি করা হবে না। এমনটাই জানানো হয়েছে জো বাইডেনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আর এই বিষয়টি নিয়েই দেখা দিয়েছে চরম বিতর্ক। যার আঁচ পড়তে পারে দু'দেশের সম্পর্কেও। তবে ভারতের পাশে দাঁড়াতে বাইডেন প্রশাসনকে আরজি জানিয়েছে আমেরিকার অন্যতম বড় সংগঠন ইউএস চেম্বার অফ কমার্স।

সম্প্রতি করোনা টিকা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল রপ্তানি করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদর পুনাওয়ালা। যদিও হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই রফতনি এখনই সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস জানান, "মার্কিন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত মার্কিনীদের টিকা দেওয়া। তারপরই করোনার গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ভারতে রপ্তানি করা হবে।" এর পিছনে অদ্ভূত যুক্তিও দেন প্রাইস। তাঁর কথায়, গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত আমেরিকায়। তাই এদেশের জনগণকে টিকা দিলে প্রত্যেক দেশের মানুষের উপকার হবে। কারণ, আমেরিকায় মৃত্যু ও সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। তাই আমেরিকার মানুষকে করোনা মুক্ত করলে গোটা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে না। আমেরিকার জন্য অন্য দেশের সমস্যা হবে না। ইতিমধ্যে এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেনের সঙ্গে কথা হয় ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। তবে বাইডেন প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, ভারতে যাতে টিকা উৎপাদনে সমস্যা না হয় সেদিকটাও খেয়াল রাখবে তারা।

এদিকে, ভারতের পাশে দাঁড়াতে বাইডেন প্রশাসনকে আরজি জানিয়েছে আমেরিকার অন্যতম বড় সংগঠন ইউএস চেম্বার অফ কমার্স। তাঁদের দাবি, অ্যাস্ট্রাজেনেকার কয়েক কোটি ডোজ সংরক্ষিত রয়েছে মার্কিন মুলুকে। কারণ সেদেশে এখনও এই টিকা ছাড়পত্র পায়নি। অথচ দেশের অনেক নাগরিকই ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ বা দু'টি ডোজই পেয়েছেন। আর তাই অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে না। অবিলম্বে ভারত-সহ করোনায় বিধ্বস্ত দেশগুলিকে সেই ডোজ দিয়ে দেওয়া হোক। এমনটাই দাবি জানিয়েছে তাঁরা। যদিও এই নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বাইডেন প্রশাসন।

তৃতীয় পর্যায়ের টিকাকরণের আগে নয়া নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : দেশে ক্রমবর্ধমান করোনা পরিস্থিতিতে আগামী ১ মে থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের টিকাকরণ প্রক্রিয়া। এই পর্যায়ে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের প্রত্যেককেই এবার করোনার টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। তবে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরুর আগে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র।

দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণ রুখতে সম্প্রতি ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের টিকাকরণে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। যেহেতু এই পর্যায়ে টিকা নেবেন প্রচুর মানুষ, তাই কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কীভাবে সুষ্ঠুভাবে টিকাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, তা ঠিক করতেই এদিন বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ এবং করোনা সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির চেয়ারপার্সন ডঃ আরএস শর্মা। সেই বৈঠকের পরই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উদ্দেশে নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের।

তাতে বলা হয়েছে: ১. বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি সংস্থা, বড় বড় সংস্থার সাহায্য নিয়ে যত বেশি সম্ভব করোনার টিকাকরণ কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। তাও আবার যত দ্রুত সম্ভব। ২. কো-উইন অ্যাপে প্রত্যেকটি হাসপাতালকে তাঁদের কাছে কত ভ্যাকসিন রয়েছে তাঁর পরিমাণ এবং সেগুলির দাম জানাতে হবে। রাজ্য প্রশাসনকে এ ব্যাপারে নজর রাখতে হবে। ৩. যাঁরা ভ্যাকসিনের যোগ্য, কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সময় ধার্য করতে হবে। ৪. বাজার থেকে সরাসরি ভ্যাকসিন রাজ্যগুলি কিনবে কি না, সে ব্যাপারেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ৫. কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমেই যে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিরা ভ্যাকসিন পাবেন, সেকথা জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে। ৬. টিকাকরণ কেন্দ্রের কর্মীদের সঠিকভাবে ট্রেনিং দিতে হবে। ৭. যেহেতু প্রচুর মানুষ এবার টিকা নেবেন, তাই স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে টিকাকরণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। যাতে টিকা নিতে যাওয়া মানুষজনকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে না হয়।

এর পাশাপাশি নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ডিআরডিও, সিএসআইআর এবং রেল-সহ বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিয়ে আরও বেশি সংখ্যক অস্থায়ী কোভিড কেয়ার ইউনিট এবং কোভিড হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন, ওষুধ এবং টিকা রয়েছে কি না, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

কোভিড সংক্রমণ রোধে শেষ দুদফা নিয়ে বঙ্গের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যে আসন্ন শেষ দুই পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচনের আগে করোনা সংক্রমণ রোধে নির্বাচকদের সতর্কতা ও সুস্থতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসহ কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা পর্যালোচনা জন্য শনিবার পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার সহ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার তথা আইন শৃঙ্খলা বিভাগের পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক প্রমুখ। গত ছয় দফার নির্বাচনে কোভিদ সংক্রমণ রোধে পোলিং স্টেশনগুলোতে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এদিনের বৈঠকে সেই ব্যবস্থাগুলো নিয়েও ফের পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন করোনা সংক্রমণ রোধে নির্বাচক ও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সুস্থতা ও বাড়তি সর্তকতার বিষয়ে পদক্ষের গ্রহণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে নির্বাচনের দিন বা তার আগে থেকে প্রত্যেকদিন পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত আগামী ২৬ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্য শেষ সপ্তম এবং অষ্টম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে আগামী ২ মে।

করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহে গাফিলতি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : দেশে ভয়ঙ্কর আকার ধারন করেছে করোনা। শুধু অক্সিজেনের আকালে মৃত্যু হচ্ছে বহু রোগীর। এই অবস্থায় করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহে গাফিলতি দেখলে কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় স্তরের কোনও আমলাকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না বলে জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রয়োজনে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে বলেও শনিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি কেন্দ্রকে স্পষ্ট করে জানাতে বলা হয়, সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবে দিল্লিতে ৪৮০ মেট্রিক টন অক্সিজেন পৌঁছবে।

দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে অক্সিজেনের সংকট নিয়ে এদিন বিচারপতি বিপিন সাঙ্ঘি ও বিচারপতি রেখা পাল্লির এজলাসে শুনানি হয়। এদিন দেশে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় তরঙ্গকে 'সুনামি' আখ্যা দিয়ে শনিবার দিল্লি হাই কোর্ট একটি মামলার পর্যবেক্ষণে জানায়, হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে হচ্ছে না। সেই সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটানো হলে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মী অথবা স্থানীয় প্রশাসনের কোনও কর্তাব্যক্তিকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না। একইসঙ্গে বলা হয়, যে হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা দেবে, তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

এদিন বিচারপতিরা আরও বলেন, করোনার মতো ভাইরাল রোগে মৃত্যুহার কম। যাঁদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁরাই ওই রোগে মারা যান। বিচারপতিদের মতে, মূল সমস্যাটা হচ্ছে, যাঁদের বাঁচানো যেতে পারত, তাঁরাও মারা যাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, "মৃত্যুহার কমাতেই হবে"।

এদিন, সলিসিটির জেনারেল তুষার মেহতা এদিন হাইকোর্টে বলেন, মে এবং জুন মাসে সংক্রমণ ব্যাপক বাড়তে পারে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যরা এজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, দিল্লির জয়পুর গোল্ডেন হসপিটালে অক্সিজেনের ঘাটতিতে ২৫ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালেই বাটরা হসপিটালের তরফে জানানো হয় ৩০০ জন কোভিড রোগীর শয্যা রয়েছে। অথচ হাসপাতালের কাছে খুব বেশি হলে ২০ মিনিট চালানোর মতো অক্সিজেন মজুত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোভিড রোগীদের বাঁচাতে আপৎকালীল ব্যবস্থায় অক্সিজেন পাঠানোর জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল ১৪ হাজার

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ১৪ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার। দুই জেলাতেই দৈনিক সংক্রমণ তিন হাজার ছুঁইছুঁই। শুধু তাই নয়, সংক্রমণের নিরিখে কলকাতার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে উত্তর ২৪ পরগনা। গত বছর করোনার প্রথম পর্যায়েও এ রাজ্যে জেলাওয়ারি মানচিত্রে এই ছবি উঠে এসেছিল।

শুক্রবার রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ১৩ হাজারের ঘর প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল। একদিনেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ১২ হাজার ৮৭৬ জন। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সেই পূর্বাভাস বা অনুমান পুরোপুরি মিলে গেল। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে আরও ৫৫ হাজার ৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় ১৪ হাজার ২৮১ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৬১ জনে।'

দৈনিক সংক্রমণ বাড়লেও দৈনিক মৃত্যু অবশ্য একই জায়গায় রয়েছে। আগের দিন মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৫৯ জন। গত ২৪ ঘন্টাতেও প্রাণ হারিয়েছেন ৫৯ জন। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হলেন ১০ হাজার ৮৮৪ জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৫৮৪ জন। একদিনে সক্রিয় করোনা রুগীর সংখ্যা বেড়েছে ৬ হাজার ৬৩৮ জন।

কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার করোনা পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় কল্লোলিনী তিলোত্তমায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২ হাজার ৯৭০ জন। আর করোনার ছোবলে মারা গিয়েছেন ২০ জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৮২১ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮২ জন। হাওড়ায় ৭৯৭ জন, হুগলিতে ৬২৩ জন, পশ্চিম বর্ধমানে ৭৬৮ জন, বীরভূমে ৬৯৪ জন, নদিয়ায় ৬৩৮ জন, মুর্শিদাবাদে ৫৮৭ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

করোনা মোকাবিলা এবং মৃতদের চটজলদি দাহ নিয়ে বৈঠক

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলা এবং মৃতদের ব্যাপারে চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়া নিয়ে শনিবার বৈঠক হল বিভিন্ন পুরসভায়। শুক্রবার রাতে রাজ্য সরকার করোনা তথ্য তুলে ধরে বিভিন্ন জেলাশাসককে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী শনিবার জেলাশাসকরা সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও স্বাস্থ্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

বিশেষজ্ঞদের ধারনা যেহেতু এবারে কোভিডের জেরে লকডাউন হচ্ছে না তাই আগামী দিনে কলকাতা শহরে গতবছরের তুলনায় প্রায় তিনগুন মানুষ বেশি আক্রান্ত হতে পারেন ও মারা যেতে পারেন। এই অবস্থায় কেউ মারা গেলে যাতে তাঁর দেহের সৎকার করা নিয়ে কোনও সমস্যা না তৈরি হয় তার জন্য এবার বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকারের জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সবার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোভিডে কেউ মারা গেলে ৩ ঘন্টার মধ্যে যেন দেহ সৎকার করে দাওয়া হয়। তবে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে সেই দেহ সৎকার করার সময় পুরোহিত, ইমাম বা যাজকের অভাবে সৎকার প্রক্রিয়া যেন ব্যাহত না হয়।

গত বছরও কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত মানুষদের সৎকার প্রক্রিয়া মসৃণ করতে নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু তখন সৎকার প্রক্রিয়ার সময় মৃতদেহের ধর্মীয় রীতি মেনে পুরোহিত, ইমাম, যাজক বা অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে তথ্যপঞ্জি তৈরির কথা বলা হয়নি যা এবারে বলা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের নানা প্রান্তেই কোভিডে কেউ মারা গেলে তাঁর দেহ বাড়িতে দীর্ঘক্ষন ধরে পড়ে থাকছে। এই ধরনের ঘটনা ঠেকাতেই এই নয়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রতিটি পুরসভায় একজন করে নোডাল অফিসার থাকবেন। বাড়িতে করোনা রোগীর মৃত্যু হলে সৎকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব স্থানীয় পুরসভার। মৃত্যুর তিন ঘণ্টার মধ্যে সৎকার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। দেহ সৎকার হওয়া মাত্র ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা আবশ্যক। কোন পুরসভায় নোডাল অফিসার কে, তা বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হবে সরকারের পক্ষ থেকে। সৎকারের জন্য উৎকোচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মৃতদেহের সৎকারে পুলিশের কাছ থেকে অনাপত্তি পত্র নিতে হবে না। মৃতের শেষ যাত্রায় পরিবারের পাঁচ সদস্য হাজির থাকতে পারবেন। মৃতদেহের সৎকার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলকে মাস্ক এবং পিপিই কিট দিতে হবে। প্রতিটি পুরসভাকে দেখতে হবে এলাকার আর কোথায় শ্মশান, কবরস্থান তৈরি করা যায়।

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থেকে থেকে সাধারণ শয্যায় স্থানান্তরিত মদন মিত্র

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থেকে থেকে তাঁকে জেনারেল ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আপাতত অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন করোনা আক্রান্ত মদন মিত্র ।

পঞ্চম দফায় কামারহাটিতে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ভোটের সময় কামারহাটির বিভিন্ন বুথে ঘুরেছিলেন ওই আসনের তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। ভোটের শেষ লগ্নে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁকে কামারহাটিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে নিয়ে এসে অক্সিজেন দিতে হয়। চিকিৎসকও আসেন। তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ায় তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁর।

মদন মিত্রের অসুস্থতার খবর পেয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দেন শ্রীলেখা মিত্র। একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "মদনদা সেরে উঠুন। খেলতে হবে আরও অনেকদিন। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবেই। তবুও চাইব সেরে উঠুন।"

সাংবাদিক ত্রিদিপ করের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ এপ্রিল।। শুক্রবার সকাল পাঁচটা নাগাদ বক্সনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ত্রিদিপ কর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। স্ত্রী, কন্যা ছাড়াও দুই ভাই সহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বক্সনগর প্রেসক্লাব। এক প্রেস বিবৃতিতে প্রেসক্লাব বলেছে দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত ছিলেন ত্রিদিপ কর। তাঁর কর্ম দক্ষতায় বক্সনগর প্রেসক্লাব সমৃদ্ধ হয়েছে। গত এক বছর তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর কিডনীতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে বক্সনগর প্রেসক্লাব গভীর শোক প্রকাশ করেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে বক্সনগর প্রেসক্লাব।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। মহারাজগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ,নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, ১৮ বছরের উর্ধে এবং ৪৫ বছরের কম বয়সীদের টিকা বিনামূল্যে দেওয়া হবে না। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে তারা প্রতিষেধক নিতে পারবেন। কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে বিরোধীরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন এবং টিকা সকলকে বিনামূল্যে দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ১৮ বছরের উর্ধে সকলের টিকাকরণও বিনামূল্যে হবে। তার জন্য সমস্ত খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। এবিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ১৮ থেকে ৪৪ বছর পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১৬ লক্ষ মানুষ রয়েছেন। ফলে, ৩২ লক্ষ ডোজের প্রয়োজন রয়েছে। কিছু ডোজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এদিকে, সিরাম ইনস্টিটিউট কোভিশিল্ড প্রতি ডোজ ৪০০ টাকা দর-এ ত্রিপুরা সরকারের কাছে বিক্রি করবে। তাই, সবমিলিয়ে ওই ১৬ লক্ষের জন্য প্রতিষেধক ক্রয়ে ১৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এছাড়া সিরিঞ্জ ক্রয়ে প্রতি ডোজ ৫ টাকা করে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য খাতে আরও ১ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তিনি জানান, সব মিলিয়ে ১৮ বছরের উর্ধে বয়সীদের টিকাকরণ-এ ১৩৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ টিকাকণের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়ে গেছে। সেই তুলনায় জাতীয় গড় ৬ শতাংশ বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য কর্মী ৯৩ শতাংশ এবং সামনের সারির কর্মী ৯২ শতাংশের টিকাকরণ হয়ে গেছে। এদিকে, ত্রিপুরা সরকার এখন পর্যন্ত ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৭০টি ডোজ পেয়েছে। তার মধ্যে ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৮০টি ডোজ ব্যবহার হয়ে গেছে।

এমবিবি

● প্রথম পাতার পর

করে মহারাষ্ট্র থেকে যেসব যাত্রী রাজ্যে আসছেন তাদের মধ্যে পাঁচ শতাংশের শরীরে করোণার ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে। করোনা সংক্রমনের হার নিয়ন্ত্রনে রাখার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যাত্রীরা বিমান থেকে নামার পর প্রত্যেকের থার্মাল স্ক্রীনিং টেস্ট করা হচ্ছে। যে সব যাত্রী আর টি সি সি আর দেখাতে পারছেন তাদেরকে লাগেজসহ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য যাত্রীদের করোনা টেস্ট করার পর নেগেটিভ আসলেই টার্মিনালে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। করোনা পজেটিভ আসলে প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে ১৪ দিনের হোমকোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলা এবং জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুধু বিমানবন্দরেই নয় ,রেলস্টেশন এবং সড়ক পথে আসা যাত্রীদেরকেও করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাপ্যতার

● প্রথম পাতার পর

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান এই বিষয়গুলি মেনে চলার জন্য। তিনি চিকিৎসক, আইনজীবি, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ক্লাব সহ রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন গত বছরের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিপিএল এবং অন্ত্যোদয় ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে মে এবং জুন মাসে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করার সিদ্ধান্তের জন্য। তিনি আবেদন রাখেন প্রতিবেশীদের সমস্যার সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য যেটা গতবছর সকলে মিলে করেছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন, বিরোধী দলের নেতৃত্ব সহ সকল রাজনৈতিক দলকে এবং তার চিকিৎসায় নিযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আহত

● প্রথম পাতার পর

বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ওই দুই যুবক। স্থানীয় লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে তাদেরকে জিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কলানপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে বাইক উদ্ধারএবং গাড়ি আটক করেছে পুলিশ।

সাফল্য

● প্রথম পাতার পর

ভারত সরকারের নিয়মে জি সি আই সীট-র তৈরি গৃহকে পাকাবাড়ি হিসেবে বিবেচনা করা হত বলে ত্রিপুরার বহু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেত না। তাই ত্রিপুরা সরকার ২০১৮ সালে জি সি আই সীট দেওয়া কাঁচা বাড়িগুলিকে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পি এম এ ওয়াই জি প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার অনুরোধ জানায় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে। সেই অনুসারে ভারত সরকার প্রচলিত নিয়মের সংশোধন করে ত্রিপুরা এবং আসামের ক্ষেত্রে জি সি আই সীট দেওয়া ঘরগুলিকেও কাঁচা বাড়ির মর্যাদা দেয়। ফলে ত্রিপুরাতে ২০১১-এর সমীক্ষার তুলনায় আরও ২,৮০,৪১৯ জন বেশি যোগ্য সুবিধাভোগীকে চিহ্নিত করা হয় যা রাজ্যের ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য। আগের তালিকার ৪৮,৫০০ জন সুবিধাভোগীর নাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে আশেপাশ আত্মহত্যা করেছে নাকি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কেননা সেখানে বিদ্যুতের তারও গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে বটতলা আউটপুটের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। বাবার শ্রাদ্ধ শান্তির কয়েকদিনের মধ্যেই পুত্রের এভাবে আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এসডিএম

● প্রথম পাতার পর

আবার কোথাও ঝড়ে পসরা সাজিয়ে বসা হয় দায়। তাই, সমস্ত দিক বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, বাজার কমিটিও বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছে। এখন আগরতলায় সমস্ত বাজারের কমিটির সাথে আলোচনার পর এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেদিকে খেয়াল রাখবে প্রশাসন, আশ্বাস দেন তিনি।

৪৮ ঘন্টা

● প্রথম পাতার পর

৪৮ ঘন্টা এম্বুলেন্সে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত শুধু প্রাণের খুঁজে ছুটলেন মিঠুন চক্রবর্তী। অথচ, একটি হাসপাতালেও তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না। করোনার ভয়াবহতায় সারা দেশে মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে, সেই মিছিলে আরো একজন সামিল হলেন। তবে, বিনা চিকিৎসায় করুন পরিনতি মেনে নেওয়া খুবই কঠিন, মিঠুনের মৃত্যুতে শোকে পাথর ওই আত্মীয় এভাবেই বিলাপ করে গেলেন।

সংক্রমণ

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি গ্রামে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ বছরও করোনাকে গ্রামে পৌঁছতে না দেওয়ার চ্যালেঞ্জ রয়েছে আমাদের কাছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সময়ে সময়ে দেওয়া নির্দেশিকা সঠিকভাবে যাতে গ্রামে পালন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। এখন আমাদের কাছে ভ্যাকসিনের সুরক্ষাকবচ রয়েছে। গ্রামের সকলে যাতে টিকার দু'টি ডোজ পান তা নিশ্চিত করতে হবে।'

খেলাধুলা

আরও নির্বিষ কলকাতার ব্যাটিং, বোলিং, টানা চার ম্যাচ হেরে সবার নীচে মর্গ্যানের নাইট রাইডার্স

নাইট ব্যাটিংয়ে ধস নামিয়ে চেতনকে জড়িয়ে ধরলেন ক্রিস মরিস।

প্রতিযোগিতা যত এগোচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটিং-বোলিংয়ের দৈন্যদশা আরও প্রকট হয়ে উঠছে। খেলা শুরু হওয়ার আগে লিগ তালিকার একেবারে শেষে ছিল রাজস্থান রয়্যালস। এ বার সেই দলের কাছেও লজ্জাজনক ভাবে হারল কেকেআর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অইন মর্গ্যানের দলকে দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি যে ওদের জেতার কোনও তাগিদ রয়েছে। তাই ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে শুধু ৬ উইকেটে জেতা নয়, একই সঙ্গে ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ৬ নম্বরে উঠে এল সঞ্জুর দল। অন্যদিকে পরপর ৪ ম্যাচ হেরে একেবারে তলানিতে চলে গেল অইন মর্গ্যানের নাইট রাইডার্স। কলকাতাকে দিয়ে গেল আবার একরাশ লজ্জা।

চলতি আইপিএল-এ প্রথম ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১১৯ রান করার পর থেকে সঞ্জুর ব্যাট চুপ ছিল। গত কয়েক ম্যাচে খারাপ শট মেরে উইকেট ছুড়ে দেওয়ার জন্য প্রবল সমালোচিত হয়েছিলেন। তবে এ দিন যেন শুরু থেকেই দলকে জেতানোর সংকল্প নিয়ে নেমেছিলেন রাজস্থান অধিনায়ক। ৪১ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকলেন। ২৩ বলে ২৪ রানে ক্রিজে থেকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ডেভিড মিলার। তবে এই জয়ের জন্য ক্রিস মরিসের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ ৪ উইকেট নিয়ে নাইটদের মিডল অর্ডার ভেঙে না দিলে এত সহজে জয় আসত না।

অতি রক্ষণাত্মক নীতি না নেতিবাচক মানসিকতা! প্রথম ৬ ওভারে নাইটদের দুই ওপেনারকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেট পন্ডিতরা। এই ধীরে চলো নীতির মাশুল দিলেন শুভমন গিল। অহেতুক রান আউট হয়ে নিজের খারাপ ব্যাটিংয়ের ধারাবাহিকতা যেমন বজায় রাখলেন, তেমনই বিপদে ফেললেন দলকে। শুভমন যখন ফিরলেন দলের রান তখন ১ উইকেটে ২৪। এরপর ৪৫ রানের মাথায় উইকেট ছুড়ে দিয়ে এলেন আর এক ওপেনার নীতীশ রানা (২২)। বাকিদের ব্যাটিং নিয়ে যত কম লেখা যায় ততই ভাল। রাহুল ত্রিপাঠি সর্বাধিক ২৬ বলে ৩৬ রান করলেও তাঁর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটাও বল না খেলে রান আউট হয়ে ফিরতে হল মর্গ্যানকে। ৬১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে নাইটরা তখন বেশ চাপে।

ডেভিড মিলারকে সঙ্গে নিয়ে রাজস্থানকে জয় এনে দিলেন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। ছবি - টুইটার।

স্বভাবতই এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি নাইটদের ব্যাটিং। কার্তিক চেষ্টা করলেন।

বরাবরের মতো রাসেলের উপর অনেক প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে লাভ হল না। ১৮তম ওভারে রাসেল ও কার্তিককে আউট করে নাইটদের ফের জোড়া ধাক্কা দিল রাজস্থান। এ বার আগুনে বোলিংয়ে দাপট দেখালেন ক্রিস মরিস। ২৩ রানে ৪ উইকেট নিলেন। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৩ রানে আটকে গেল কেকেআর।

লিগ তালিকার দিকে তাকালে দুটো দলকে একই রকম মনে হবে। কিন্তু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে রাজস্থান দলে একাধিক সমস্যা আছে। বেন স্টোকস, জফ্রা আর্চার চোটের জন্য নেই। জস বাটলার রান পাচ্ছেন না। তবুও স্রেফ ইচ্ছে শক্তির উপর ভর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সঞ্জুর দল। অন্যদিকে খাতায়-কলমে শক্তিশালী নাইট বাহিনী। দলে একাধিক তারকা। কিন্তু দলগত খেলার কথা এলেই মর্গ্যানের দলকে যেন ফুটো কলসির মতো দেখাচ্ছে। অদ্ভুত ক্রিকেট খেলে কলকাতাকে রোজ একরাশ লজ্জা দিয়ে যাচ্ছে নাইট রাইডার্স।

বিশ্ব যুব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের শেষদিনেও আরও একটি স্বর্ণ পদক জয় ভারতের

কিয়েলসে, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : পোল্যান্ডে বক্সিং যুব বিশ্বকাপের শেষদিনেও ভারতের ঘরে আরও একটি স্বর্ণ পদক ঢুকল। মহিলা বক্সাদের সাতটি ভিন্ন ক্যাটেগরি থেকে ৭টি সোনার পদক আগেই এসেছিল। এবার শুক্রবার স্বর্নপদকের তালিকায় যোগ হল আরও একটি পদক। ছেলেদের ৫৬ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন সচিন। পোল্যান্ডের কিয়েলসেতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সচিনের হাত ধরে অষ্টম সোনা জিতে শীর্ষে শেষ করল ভারত।

এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ৮টি সোনা-সহ ৩টি ব্রোঞ্জ, সর্বমোট ১১টি পদক জিতে তালিকায় প্রথমস্থানে থাকল। ২০১৮ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি সোনা, ২টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। মহিলা বক্সাররা ৪৮ কেজি বিভাগে গীতিকা, ৫১ কেজিতে বেবিরোজিসানা চানু, ৫৭কেজিতে পুনম, ৬০ কেজিতে ভিঙ্কা, ৬৯ কেজিতে অরুন্ধতী চৌধুরি, ৭৫ কেজি বিভাগে থোকচোম সানামাচু চানু এবং ৮১ কেজিতে আলফিয়া পাঠান সোনা এনে দিয়েছিলেন দেশকে। সেমিফাইনাল বাউটে পরাজিত হয়ে ছেলেদের ৬৪ কেজি, ৪৯ কেজি এবং ৯১ কেজি বিভাগে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দেন অঙ্কিত নারওয়াল, বিশ্বমিতা চোংথোম এবং বিশাল গুপ্তা। উল্লেখ্য, পোল্যান্ডের কিয়েলসে অনুষ্ঠিত এই যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল ৫২টি দেশের সর্বমোট ৪১৪ জন বক্সার। যার মধ্যে ভারত থেকে অংশ নিয়েছিলেন ২০ জন। এদের মধ্যে ১০ জন ছেলে এবং ১০ জন মেয়ে।

পাকিস্তানকে হারিয়ে টি-২০ সিরিজে সমতায় ফিরল জিম্বাবোয়ে

হারারে, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজ জয়ের পর এবার জিম্বাবোয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করল পাকিস্তান। শুক্রবার দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ জিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ ১-১ করল তারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের পর টি-২০ সিরিজও জিতেছে 'মেন ইন গ্রিন'। চার ম্যাচের একদিনের সিরিজ ৩-১ জিতেছে বাবর আজমরা। তবে জিম্বাবোয়ে সফরে পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচ জয় করে সিরিজে সমতা ফেরাল জিম্বাবোয়ে।

এদিন হারারে স্পোর্টস ক্লাবে প্রথম ব্যাটিং করে ১১৯ রান তুলেছিল জিম্বাবোয়ে। রান তাড়া করতে নেমে ১৯.৫ ওভারে মাত্র ৯৯ রানে অল-আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। এই হারের ফলে হতাশ বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, ফখর জামান এবং মহম্মদ হাফিজ সমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইন-আপ। দীর্ঘদিন পর নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরলেন জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটাররা। প্রথম ব্যাটিং করে ৯ উইকেটে ১১৮ রান তুলেছিল জিম্বাবোয়ে। রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে ৫.১ ওভারে মাত্র ২১ রান তোল পাকিস্তান। ১৩ রান করেন বাবরের ওপেনিং পার্টনার রিজওয়ান। এরপর একা দলকে টানেন ক্যাপ্টেন বাবর। ৪৫ বলে ৪১ রান করেন তিনি। তাঁকে কিছুটা সঙ্গ দেন দানিশ আজিজ। কিন্তু বাকিটা কেই দাঁড়াতে পারেননি।

আটচল্লিশে পা রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকার

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আজ আটচল্লিশে পা রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকার। ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল জন্ম নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ক্রিকেটকে আলবিদা জানালেও জেন্টলম্যানস গেম নিয়ে আসমুদ্রহিমাচলের আবেগ ও সচিন তেন্ডুলকার প্রতি ভালোবাসা এখনও বর্তমান। মাস্টার ব্লাস্টারের জন্মদিনে তাই তাঁকে শুভেচ্ছার বহরে ভাসিয়েছেন ভারতীয়রা। শুধু ভক্তরাই নন, ক্রিকেটার থেকে ধারাভাষ্যকার থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই কিছুদিন আগে করোনাজয়ী সচিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন। তবে এবছর করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে জন্মদিনেও কোনওরকম আড়ম্বরে মাতলেন না 'মাস্টার ব্লাস্টার'।

সচিনের ছোটবেলার কিছু মুহূর্ত ও তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনে নানা মুহূর্তের একসঙ্গে ছবি কোলাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে "হ্যাপি বার্থডে মাস্টার" উইশ করেছেন যুবরাজ সিং। টুইটারে যুবি লেখেন, "কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তুমি দ্রুতই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ এটা অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক, আজকের বিশেষ দিনে অনেক ভালোবাসা রইল।" মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পক্ষ থেকে মেন্টর সচিনকে "গোট" (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) উল্লেখ করে একটি বিশেষ ভিডিও পোস্ট করা হয়। যেখানে জসপ্রীত বুমরা জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় বলেছেন, "নব্বইয়ের দশকে সচিনের ব্যাটিং দেখে আমরা সবাই বড় হয়েছি। আমাদের কাছে ক্রিকেট মানেই ছিল সচিন তেন্ডুলকার।" রোহিত শর্মা বলেছেন, "পাজি জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তুমি আমাদের সঙ্গে এবারে থাকতে পারনি, তবে আশা সুস্থ রয়েছো এটাই সবথেকে আনন্দের। দারুণ ভাবে জন্মদিন কাটাও আর জমিয়ে আইপিএল উপভোগ করো।" ভিডিও শেষের ঠিক আগে সেখানে বার্তা দিয়েছেন অর্জুন তেন্ডুলকার। সচিন পুত্রের বার্তা, "জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। খারাপ-ভালো সবসময় পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।" শিখর ধবন, ক্রুণাল ও হার্দিক পাণ্ড্য, শেন বন্ড, শ্রেয়স আইয়াররাও সচিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারতের হয়ে ক্রিকেট মাঠে সচিনের যাবতীয় অনন্য কীর্তি তাঁর ঝুলিতে এনে দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন। ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী ও ২০০৮ সালে পদ্মভূষণ সম্মানেও সম্মানিত হয়েছেন ক্রিকেটের মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকার।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে দীপিকা কুমারি এবং অতনু দাস

গুয়াতেমালা সিটিতে চলা তিরন্দাজি বিশ্বকাপে দেশের তারকা তিরন্দাজ দম্পতি দীপিকা কুমারি এবং অতনু দাস রিকার্ভ বিভাগে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও সেমিফাইনালে উঠেছেন। পাশাপাশি ভারতীয় দলও ভাল ফল করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।প্রায় দু'বছর পরে বিশ্বকাপে নামার পরে দীপিকা এবং অতনু একই সঙ্গে রিকার্ভ মিক্সড বিভাগে জুটি বেঁধে ব্রোঞ্জ প্লে-অফে উঠেছেন। যার সুবাদে পাঁচটি পদক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। তীব্র হাওয়ার বাধা সামলে গুয়াতেমালা সিটির স্পোর্টস কমপ্লেক্স লস আর্কোসে তিন নম্বর বাছাই হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করা দীপিকা দুরন্ত পারফর্ম করেন জার্মানির মিশেল ক্রোপেনের বিরুদ্ধে। প্রাক্তন বিশ্বসেরা ভারতীয় তারকা ২৯, ৩০ এবং ৩০ পয়েন্ট তুলে নেন। বাকি তিরন্দাজরা প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছেন যখন, দীপিকা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সহজেই জেতেন। "মাথায় অনেককিছু ঘুরছিল তখন। সব ভুলে খেলায় মনঃসংযোগ করতে, চাপকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলাম। জানতাম এর চেয়েও ভাল ফল করতে পারি। আমার প্রথম ম্যাচটা খুব একটা ভাল হয়নি। মনে হচ্ছিল নিজের সেরাটা দিতে পারিনি," বলেন দীপিকা। তিনি আরও যোগ করেছেন, "চাপেও ছিলাম খুব, তবে ভালই লাগছে। শেষ পর্যন্ত যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছি, তাতে খুব খুশি। দেড় বছর অপেক্ষা করার পরে আমরা এখানে নামতে পেরেছি।"বিশ্বের ন'নম্বর দীপিকা সেরা বাছাই খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র টিকে রয়েছেন। এর পরের রাউন্ডে তিনি মুখোমুখি হবেন মেক্সিকোর আলেজান্দ্রা ভ্যালেন্সিয়ার। এর আগে দীপিকা বিশ্বকাপের দুটি পর্যায়ে সেরা হয়েছেন। ২০১২ সালে তুরস্কে এবং ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সল্টলেক সিটিতে। চলতি বিশ্বকাপে তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে হারান ৬-০ ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেলসি লার্ডকে। এর পরে লন্ডন অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী মেক্সিকোর আইদা রোমানকে শুটঅফে হারান ৬-৫ (১০-৯)।অতনুকে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে আবার কিছুটা ভাগ্য সঙ্গ দেয়। তাঁর প্রতিপক্ষ কানাডার এরিক পিটার্সের শেষ সেটের লড়াই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর পরে ৬-৪ ফলে জেতেন অতনু। ফলে প্রথম বার ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এর আগে অতনুর বিশ্বকাপে সেরা ফল ২০১৬ সালে চতুর্থ স্থান। র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করার পরে অতনু হারান এল সালভাদোরের অস্কার টিকাসকে ৬-৪ ফলে। এর পরে সতীর্থ প্রবীণ যাদবের বিরুদ্ধেও একই ফলে তিনি জিতে শেষ চারে উঠে আসেন।

ইপিএলে প্রথম চারে থাকতে এখনও মরিয়া ক্লপ

বিরাট কোনও অঘটন বা হলে এ বারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত। ৩৩ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট পেয়ে তারা কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে। দ্বিতীয় স্থান সম্ভবত এখনো পর্যন্ত ৩২ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট পাওয়া পল পোগবাদের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডই পাচ্ছে। আসল লড়াই তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে কোন দল থাকবে, তা নিয়ে। লিগের প্রথম চার দলই পরের বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পাবে।আপাতত তিন থেকে সাতে আছে লেস্টার সিটি (৫৯), চেলসি (৫৫), ওয়েস্ট হ্যাম (৫৫), টটেনহ্যাম (৫৩) ও লিভারপুল (৫৩)। এদের মধ্যে লিভারপুল গত বারের চ্যাম্পিয়ন এবং আজ, শনিবার তারা মুখোমুখি হচ্ছে নিউক্যাসলের। অ্যানফিল্ডের ক্লাবের বাকি ছ'টি ম্যাচ জিততেই হবে। তার পরেও অন্য কোন ক্লাব কী করে, সেদিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে।এমন জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে লিভারপুল ম্যানেজার য়ুর্গেন ক্লপ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বললেন, "লিডসের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচই ড্র করেছি। এ ভাবে চলবে না। আমাদের আরও কঠিন লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হবে। সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে, ইচ্ছে করলে এই দলটা অনেক কিছুই করতে পারে।

যেটা অতীতে আমরা বারবার করেছি।" লিগে প্রথম চার দলের মধ্যে থাকার জটিল অঙ্ক নিয়ে তিনি বললেন, "এ'সপ্তাহের শেষে কী হবে, আমি নিজেও জানি না। এটা ঘটনা যে, অন্যদের হারাটা আমাদের জন্যই খুব দরকার। কিন্তু কোন ম্যাচে কোথায় কী হচ্ছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। প্রথমেই দেখতে হবে আমরা নিজেরা যেন বাকি সব ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পাই। এটা নিয়েই সব চেয়ে বেশি ভাবছি।"নিউক্যাসল কতটা কঠিন প্রতিপক্ষ জানতে চাওয়া হলে ক্লপের জবাব, "মরসুম বেশ ভাল শুরু করেছিল ওরা। কিন্তু পরে সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি। রক্ষণে পাঁচ জনকে রেখে ওরা এ বার খেলে যাচ্ছে। ওদের উইলসন আর সেন্ট-ম্যাক্সিমিন বেশ ভাল ফুটবলার। আমাদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ভাবেই সেরা দল নামাবে। তাই আমাদের কাজটা একেবারেই সহজ নয়।"সাংবাদিক সম্মেলনে যথারীতি ওঠে প্রস্তাবিত বিদ্রোহী সুপার লিগ ভেস্তে যাওয়ার প্রসঙ্গ। ক্লপ বুঝিয়ে দিলেন, এই ধরনের ক্ষেত্রে ফুটবলার আর কোচদের মতামত না নেওয়াটা খুব খারাপ। লিভারপুল নিয়ে মন্তব্য, "আমাদের ক্লাব যাঁরা চালান, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক সিদ্ধান্ত নেন। সুপার লিগে খেলার মতো দু'একটা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে ফেললে কী আর করা যাবে। তবে এ সবের কিছুই আমরা জানতাম না।" লিডসের বিরুদ্ধে ম্যাচে স্টেডিয়ামের বাইরে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "যা হয়েছে তার জন্য আমাদের কোনও ভূমিকা নেই। আশা করি নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে নামার আগে নতুন করে কোনও অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটবে না।"

গেলদের কাছে হেরে নিজের দলের ব্যাটসম্যানদের ওপর রেগে কাঁই রোহিত শর্মা

গত বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন তারা। সেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এ বারে এখনও অবধি ৫টা ম্যাচের মধ্যে ৩টে ম্যাচে হেরে গিয়েছে। ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্যই হারতে হয়েছে রোহিত শর্মাদের। মুম্বই অধিনায়ক নিজে ৫২ বলে ৬৩ রান করলেও বাকিদের থেকে তেমন সাহায্য পাননি। সূর্যকুমার যাদব চেষ্টা করলেও দলের রান খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি।রোহিত বলেন, "মাঠে আমরা নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছি না। কঠিন পরিস্থিতিতে কী ভাবে ব্যাট করব, বল করব সেটা বুঝতে হবে। এই উইকেটে ব্যাট করা কঠিন ছিল না। আমরা দেখলাম পঞ্জাব কী ভাবে ৯ উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতে গেল। আমাদের ব্যাটিংয়ে প্রয়োগক্ষমতার অভাব ছিল।"রোহিতের মতে এই পিচে ১৫০ থেকে ১৬০ রান করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব। তিনি বলেন, "শেষ দুটো ম্যাচে আমরা ১৫০ রানই করতে পারলাম না।" মুম্বইয়ের ইনিংসের শেষের দিকে হার্দিক পাণ্ড্য, কায়রন পোলার্ডের মতো বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানরা থাকলেও পঞ্জাব বোলারদের দাপটে তাঁদের শান্তই থাকতে হয়েছে।

রোহিতদের হারিয়েই খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছেন ক্রিস গেল

লিগ টেবিলে সবার শেষে পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্রিস গেলরা। অবশেষে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফের ওপরের দিকে উঠে এল পঞ্জাব কিংস। এই জয়ের জন্য তাঁরা বেশ মরিয়ে ছিলেন বলেই জানাচ্ছেন ল। ম্যাচের পর তাঁর কথা শুনলেই বোঝা যাবে আবার খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছেন 'ইউনিভার্স বস' ম্যাচ শেষে গেল বলেন, "স্বস্তি লাগছে। এই জয়টার জন্য আমরা মরিয়া ছিলাম। জানতাম গত বারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে খেলা কঠিন হবে। ওরা চেন্নাইতে ইতিমধ্যেই ৪টে ম্যাচ খেলেছে। এই জয় দলের জন্য এবং ইনিভার্স বসের জন্য দারুণ একটা ব্যাপার।" প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই করে মাত্র ১৩১ রান। সেই রান তাড়া করতে নেমে প্রথমে ময়াঙ্ক আগরওয়াল, পরে ক্রিস গেলকে সঙ্গে নিয়ে দলকে ম্যাচ জেতান লোকেশ রাহুল।গেল বলেন, "আমাদের অধিনায়ক একটা দারুণ ইনিংস খেলল। আমরা সব সময়ই বলি একজন ব্যাটসম্যান প্রয়োজন যে শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবে। ময়াঙ্ক এবং অধিনায়ক জয়ের সুর বেঁধে দিয়েছিল। দারুণ ব্যাট করেছে ওরা।" রাহুল ৬০ রান অপরাজিত থাকেন। গেল অপরাজিত থাকেন ৪৩ রানে।

জয়ে ফিরতে ওপেনিংয়ে সুনীল নারাইন?

এতগুলো ম্যাচ খেলা হয়ে গেলেও রান পাচ্ছেন না শুভমন গিল। এ বার কি তাঁকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে সুনীল নারাইনকে দেখবে নাইটরা? অজিত আগরকার যদিও তেমন মনে করেন না।নীতীশ রানা এবং শুভমনের ওপরেই আস্থা রাখছেন আগরকর। তিনি বলেন, "এখনই নারাইনকে দিয়ে ওপেন করানোর কোনও প্রয়োজন নেই। দলের দুই ওপেনার যথেষ্ট ভাল ক্রিকেটার। নারাইনকে দরকার অনুযায়ী যেখানে খুশি নামানো যেতে পারে।"তবে আগরকর মনে করেন শুভমনকে রান করতে হবে। তিনি বলেন, "৪ ম্যাচ পরেই যদি কাউকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয় তা হলে কখনোই দল গঠন করা যাবে না। শুভমনকে রান করতে হবে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ভাল শুরু করেছিল ও। শুভমন ভবিষ্যতের তারকা, ও ঠিক ছন্দ খুঁজে পাবে।" আগরকরের মতে ওপেনার বদলালেই জয় আসবে এমন নয়, দল হিসেবে ভাল খেলতে হবে কেকেআর-কে।

প্রাক্তন বান্ধবীকে নির্যাতন, চাকরি হারালেন ওয়েলসের জাতীয় দলের কোচ রায়ান গিগস

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : প্রাক্তন বান্ধবী এবং তাঁর বোনকে নির্যাতন করার দায়ে অভিযুক্ত হলেন ওয়েলসের জাতীয় দলের কোচ রায়ান গিগস। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন এই ফুটবলারের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত ওয়েলসের জাতীয় দলের কোচ ছিলেন গিগস। তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে আসন্ন ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়েলসকে কোচিং করানো হচ্ছে না প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকার। গত নভেম্বরে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন গিগসের বান্ধবী কেট গ্রেভিল। তখন সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন গিগস। অভিযোগ ওঠার জন্য ওয়েলসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচে কোচিংও করাতে পারেননি তিনি। তবে শুক্রবার প্রমাণ-সহ গিগসকে অভিযুক্ত করেছে গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের ওর্সলিতে নিজের বাড়িতে বান্ধবীকে শারীরিক নির্যাতন করেন গিগস। সেই সময় কেটের বোনও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও নির্যাতনের শিকার হন।

আগামী ২৮ এপ্রিল ম্যাঞ্চেস্টার এবং স্যালফোর্ড ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে গিগসের। তবে তিনি এ বারও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গিগস বলেছেন, "আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার পাশাপাশি এই অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার সবরকম চেষ্টা চালাব।

করোনা পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের জন্য প্রার্থনা করছেন শোয়েব আখতার

মাঠের খেলায় তারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। মাঠে ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানেই তুমুল তর্ক-বিতর্ক উন্মাদনায় ভরপুর। কিন্তু মাঠের বাইরের চিত্রটা ভিন্ন। সেখানে সবাই আলাদা। সবাই থাকেন বন্ধুর মতোই। একে অন্যের বিপদের বন্ধুর মতোই। আর এর প্রমাণ আরও একবার দিলেন পাকিস্তানি সাবেক পেসার শোয়েব আখতার।ভারতীয়দের পাশে আছেন শোয়েব আখতার! এমন খবরে সরগরম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।সম্প্রতি

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আছড়ে বেহাল পরিস্থিতি ভারতজুড়ে। হাসপাতালের অভাব, অক্সিজেনের অভাব দেখা দিচ্ছে দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে। কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন রেকর্ডসংখ্যক মানুষ। প্রতিনিয়ত বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে যা নিত্যদিনের আলোচ্য বিষয়।এমন অবস্থায় ভারতীয়দের জন্য সমবেদনা জানিয়েছেন শোয়েব আখতার। নিজের টুইটারে শোয়েব লেখেন, "ভারতীয়দের জন্য প্রার্থনা করছি। খুব শিগগিরই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। ওদের সরকার এমন খারাপ পরিস্থিতি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসবে আশা করি। আমরা সবাই একসঙ্গে আছি।"শোয়েবের এই বার্তার পরে সামাজিক মাধ্যমে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই শোয়েব আখতারকে এই বার্তার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনেকে আবার শোয়েবের সমালোচনা করেছেন। তারা লিখেছেন, "শোয়েব, নিজের দেশকে দেখুন। নিজেরা সুস্থ থাকুন।"তবে প্রতিবেশী দেশের প্রতি শোয়েবের সহানুভূতি প্রদর্শনকে গেম স্পিরিটের অংশ হিসেবেই দেখছেন সমর্থকরা। তাই বাইশ গজের রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন অনেক ভারতীয়।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

একত্রিত হয়ে ত্রিপুরার করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গত বছর কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ডাক্তার, নার্স সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় আমরা দ্রুত একটা ভাল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আশা করি এবারও আমরা ভাল অবস্থায় থাকব। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ আই জি এম হাসপাতালে একটি নতুন ব্লাড ব্যাঙ্ক, ওপিডি রেজিস্ট্রেশান কাউন্টার এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ক্যাজুয়েলিটি ব্লকের উদ্বোধন করে উদ্বোধকের ভাষণে একথা বলেন। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তাঁর সরকারি বাসভবনের সামনে এন এইচ আই ডি সি এল-এর দেওয়া ১০টি নতুন অ্যাডভান্স লাইফ সাপর্টে অ্যাম্বুলেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এদিন আই জি এম হাসপাতালে নতুন তিনটি পরিষেবার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৪৫ বছরের উর্ধে ব্যক্তিদের কোভিডের টিকা দেওয়া হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে করোনায় একজনও মারা না যান সে বিষয়ে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা দিয়েছেন আগামী ১ মে থেকে ১৮ বছরের উর্দে ছেলে-মেয়েদেরও কোভিড টিকাকরণ করা হবে। তিনি বলেন, এবারও আমরা সকলে মিলে কোভিড প্রতিহত করব। করোনার সাক্রমন কোনভাবেই বাড়তে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। যারা বাইরে থেকে আসবেন তাদের সকলকে টেস্ট করানো হবে। তিনি বলেন, এই মুহুর্তে দেশের ১০টি রাজ্যে কোভিডের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। তাই আমাদের সকলকে আরও সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের কোভিড-১৯-এর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্সের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তাঁর বাসভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে ৫০টি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেস দিয়েছিল। আজ এখানে থেকে এন এইচ আই ডি সি এল-এর দেওয়া ১০টি অ্যাম্বুলেন্স রওয়ানা হল।

তিনি বলেন, প্রতিটি এম্বুলেন্স-র মূল্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। ভেন্টিলেটর ছাড়া এতে মোট ৫৪টি সুবিধা রয়েছে। এতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রোগীরা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থানের রোগীরাও উপকৃত হবেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস বলেন, আই জি এম-এ একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সম্মানিত অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য দফতর প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, কোভিড চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দফতর প্রস্তুত রয়েছে।

আই জি এম হাসপাতালের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, আই জি এম-এর সুপারিন্টেনডেন্ট ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এন এইচ আই ডি সি এল-এর অ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এ কে কুশহা, জেনারেল ম্যানেজার আর পি সিং, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকর্তা প্রমুখ।

শনিবার আগরতলায় এম্বুলেন্সের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধিতে বাড়ছে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। রাজ্যে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের স্কুলটিলা এলাকায় নির্যাতিতা গৃহবধূ শেষ পর্যন্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।গৃহবধূকে প্রাণে মারার চেষ্টা। অভিযোগ স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা মধুপুর থানাধীন দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের মধুপুর স্কুল টিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত তিন বছর পূর্বে দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের তপন সরকারের ছেলে বিপ্লব সরকারেৰ সাথে সামাজিকভাবে বিবাহ হয় বিশালগড় ধজনগর বাইদাদিঘী এলাকার বাদল দত্তের কন্যা বিউটি সরকারের। বিয়ের পর এক বছর ভালো ভাবে চলছিল তাদের সংসার। কিন্তু তার পর থেকেই শারীরিক মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে স্বামী বিপ্লব সরকার।আর তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে শাশুড়ি মমতা সরকার। যা নিয়ে এলাকার মধ্যে দফায় দফায় সালিশি সভাও হয়েছে। এরই মধ্যে তাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর থেকে নির্যাতনের মাত্রা আরো দ্বিগুন বেড়ে যায়। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূ বিউটি সরকার বাবার বাড়িতে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে সালিশি সভা করে তাকে পুনরায় নিয়ে আসে বিপ্লব সরকার তার নিজ বাড়ি মধুপুরে। কিছুদিন ভালো থাকার পর পুনরায় যন্ত্রণা শুরু করে। একটা সময় বালিশে চাপা দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।আবার কখনো মদমত্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে মাতব্বরদের দ্বারস্থ হয় নির্যাতিত গৃহবধূ। মাতব্বরেরা তিতিবিরক্ত হয়ে থানার দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তাব দেয়। অবশেষে গৃহবধূ শনিবার তিনটে নাগাদ মধুপুর থানায় স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে শারীরিক মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করে। এদিকে জানা যায় গৃহবধূ বিউটি সরকারকে স্বামী বিপ্লব সরকার গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ স্ত্রীকে সন্দেহ করে আসছে। পর পুরুষের সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে অভিযোগ এনেছে। এই অভিযোগ এনে তাকে প্রায় সময় মারধোর করে বলে জানা যায়।

অবৈধভাবে ধান ক্ষেতে বিদ্যুতের তার ঝুঁকি নিয়ে চলতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। অবৈধভাবে ধানক্ষেতের চারপাশে বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখায় ধর্মনগরের সোনার বাসা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে গৃহপালিত মহিষের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ক্ষেতের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে মৃত্যু হয়েছে একটি গৃহ পালিত মহিষের।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধর্মনগরের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নারায়ন পাল এবং গ্রামের উপ প্রধান গোবিন্দ নাথ ক্ষেতের ফসল গরু-ছাগল ও মহিষের উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবৈধভাবে ক্ষেতের চারদিকে বিদ্যুতের লাইন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন। অবলা পশু সেখানে ঘাস খাওয়ার জন্য যেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় বলে জানা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরসহ পশু হাসপাতল দপ্তরের কর্মীরা ঘটনা স্থলে ছুটে যান।মহিষের মালিক সালাম উদ্দিন এই ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের দাবী জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিগত কয়েকদিন যাবত গ্রামের উপ প্রধাণ গোবীন্দ নাথ এবং ব্যবসায়ী নারায়ন পাল স্থানীয়দের অতিষ্ট করে রেখেছেন। তাদের এ ধরনের বেআইনি কাজ কাজকর্মের নিন্দা জানিয়ে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত মহিষের মালিককে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য দাবি উঠেছে।নারায়ন বাবুর ফসল নষ্ট হলে তিনি আইনের সাহায্য নিতেই পারতেন , বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শুধু গৃহ পালিত পশুরই নয় কোন মানুষেরেও মৃত্যু হতে পারতো। প্রশ্ন উঠছের এবার এই অবলা প্রানীটির মৃত্যুর দায়ভার কে নেবে? নারায়ন পালের বিরুদ্ধের গোটা এলাকায় ছি ছি রব উঠছে।এদিকে শাসক দলীয় উপ প্রধানের নামেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা ,এর বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এখন এটাই দেখার।গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে গোটা ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

এসইউসিআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলের ৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত।এ উপলক্ষে কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেএবছর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বড় ধরনের কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যপরিসেবাকে আরো ঢেলে সাজানোর দাবি জানিয়েছে সংগঠন। প্রত্যেকের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদানের দাবি জানানো হয়। করোনা পরিস্থিতিতে যারা কাজ হারিয়েছেন তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের খাদ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছেন তারা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরুন ভৌমিক জানান করোনা পরিস্থিতি যেভাবে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে সরকার সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়ালে পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।

চার দিন পরেও কোনরকম সন্ধান মেলেনি জহীর ইসলামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ এপ্রিল।। চার দিন পরেও কোনরকম সন্ধান মেলেনি ত্রিপুরার ব্যবসায়ী জহির ইসলামের। ত্রিপুরার ব্যবসায়ী নিখোঁজ বাংলাদেশ তার নাম জহিরুল ইসলাম, বয়স ৪৩, বাড়ি বিশালগড় থানা দিন চরিলাম আড়ালিয়া এলাকায়।জানা গেছে চলতি মাসের ২০ তারিখ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি বাড়িতে স্ত্রী সুমোআরা বেগম জানিয়েছে ভারত বাংলা সীমান্ত কইয়া টেপা এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে টাকা আনতে গিয়েছিলো কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হয়নি তার, মোবাইলও সুইচ অফ। চার দিন দিন ধরে অনবরত চারদিকে খোঁজখবর নিয়েও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি তাঁর অবশেষে তাকে উদ্ধার করতে স্ত্রী সুমোআরা বেগম দ্বারস্থ হয়েছেন বিশালগড় থানায় জানা গেছে গতকাল রাত থেকেই বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অপরিচিত নম্বর দিয়ে তার মোবাইলে ফোন আসে এবং মেরে ফেলার হুমকি দেই বলে অভিযোগ। গত চারদিন থেকে বিশালগড় থানার থানাবাবুরা কোনভাবেই মিসিং এন্টি নিচ্ছে না, তাদের বক্তব্য যেহেতু ভারত বাংলা সীমান্ত কৈয়াডেপা থেকে জহির ইসলাম নিখোঁজ হয়েছেন নিখোঁজ এন্টিটা মধুপুর থানাতেই করতে হবে। এ বলে বলে দীর্ঘ চারদিন যাবত একবার মধুপুর থানাতে একবার বিশালগড় থানাতে অসহায় মহিলাকে দৌড়ঝাপ করাচ্ছে বলে অভিযোগ স্ত্রী সুমোআরা বেগমের। এখন দেখার বিষয় অসহায় মহিলা তার স্বামীকে ফিরে পেতে বিপ্লব দেব সরকারের পুলিশের কাছে কি সাহায্য পায়।

লঙ্কামুড়ায় পাঁচ নেশা কারবারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। লংকামুড়ার মালাকার পাড়ায় পাঁচ নেশা কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এলাকার মহিলারা।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম লঙ্কামুড়া। কৃষিপ্রধান ওই এলাকার মানুষজন কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আবার অনেকে দিনমজুরি করে সংসার চালান। সীমান্তবর্তী ওই গ্রামের যুবসমাজ নেশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বহিরাগত কিছু লোকজন ওই এলাকায় এসে নেশার ট্যাবলেট ও ব্রাউন সুগার পৌঁছে দিচ্ছে। এলাকার একাংশ লোকজনও এই নেশার কারবারে জড়িয়ে পড়েছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিষয়টির দিকে নজর রাখছিলেন এলাকার মা-বোনেরা। শনিবার বহিরাগত লোকজন রা এলাকায় সামগ্রী বিক্রি করতে আসলে মহিলারা তাদেরকে পাকড়াও করেন। একজনকে আটক করে বেঁধে রাখেন স্থানীয় মহিলারা। নেশা কারবারিকে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেশা কারবারের জড়িত আরও কয়েকজনের নাম জানতে পারে। সে অনুযায়ী আরও চারজনকে আটক করা হয়। তাদের প্রত্যেককেই পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এলাকার অভিযোগ করেছেন তাদের স্বামী সন্তানরা ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। সেজন্যই নেশার বিরুদ্ধে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন তারা। নেশা কারবরি এবং নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এসইউসিআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

ধলাই জেলায় বিভিন্ন এলাকায় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। শুখা মরসুমে ধলাই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট প্রতিবছরই দেখা দেয়। অপরিচিত পানীয় জল পান করে রোগবাহিত রোগে আক্রান্ত হন গন্ডাছড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জাতি উপজাতি অংশের মানুষজন।সে কারণেই প্রতি বছর শুকা মরশুমে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় ডাইরিয়া ও আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই বছরও মহকুমার কিছু কিছু এলাকায় এই রোগের লক্ষন দেখা দিচ্ছে। তবে ভয়ের কোন কারন নেই বলে জানান গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জঠিলেশ্বর দেববর্মা। তিনি আরো জানান গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ মজুত রয়েছে। তাছাড়া নিয়মিত ভাবে চলছে স্বাস্থ্য শিবির। তবে চিকিৎসক সল্পতার দরুন স্বাস্থ্য শিবির করতে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয় বলে তিনি স্বীকার করেন। গোটা মহকুমা এলাকার চিকিৎসক পরিসংখ্যান দিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন জগবন্ধু পাড়া প্রাথমিক হাসপাতালে একজন, দলপতি প্রাথমিক হাসপাতালে একজন এবং রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে দুই জন চিকিৎসক রয়েছেন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ে মারা গেলেন তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : মাত্র ৩০ বছর বয়সে করোনার কাছে পরাস্ত হলেন তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী শুভজিৎ ঘোষ। তাঁর সাত মাসের একটি সন্তান রয়েছে। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ স্ত্রী। জানা গেছে, এপ্রিলের গোড়াতেই কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন মুম্বইয়ের ভাবা এটোমিক রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট শুভজিৎ ঘোষের। প্রথম দিকে বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। পরবর্তীকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুম্বইয়ের একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয় তাঁকে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাঁপানির সমস্যা ছিল তাঁর। নিয়মিত ইনহেলার নিতেন। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর অক্সিজেন স্যাচুরেশন দ্রুত নামছিল।

অক্সিজেন ও এসম্পর্কিত সরঞ্জাম এবং ভ্যাকসিনের উপর থেকে শুল্ক-সেস প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : অক্সিজেন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিয়ে সরকার আগামী তিন মাসের জন্য আমদানি শুল্ক এবং স্বাস্থ্য উপকর বাতিল করে দিয়েছে। এ ছাড়া করোনার ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও আগামী তিন মাসের জন্য আমদানি শুল্ক ধার্য হবে না। এর ফলে এই পণ্যগুলি কম দামে পাওয়া যাবে এবং এই পণ্যগুলির যোগানও বৃদ্ধি পাবে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারাদেশে অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত পদক্ষেপের বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করেন। প্রধানমন্ত্রী করোনার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির কাস্টম ছাড়পত্র দ্রুত এবং সহজ করার জন্য রাজস্ব বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর পর সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, আগামী তিনমাস ভ্যাকসিন, অক্সিজেন, জেনারেটর, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, ফিলিং সিস্টেমস, ভেন্টিলেটর ও কনট্রাক্টরের ওপরে শুল্ক বা সেস নেওয়া হবে না। এছাড়াও, এই ডিভাইসে ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশকেও আমদানি শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।কাস্টমসে যাতে ওই সামগ্রীগুলি দ্রুত ক্লিয়ারেন্স পায়, সেজন্য নিয়োগ করা হয় একজন নোডাল অফিসার। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরে রাজস্ব বিভাগ কাস্টমসের যুগ্ম-সচিব গৌরব মাসালদানকে নোডাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাড়িতে ও হাসপাতালে ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে বলেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সকল মন্ত্রনালয় এবং বিভাগকে এক সাথে অক্সিজেন ও চিকিৎসা সরবরাহ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছে যে, রেমডেসিবীরের উপর থেকে প্রাথমিক শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, নীতি আয়োগ সদস্য, ডাঃ গুলেরিয়া এবং রাজস্ব বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্য ও ডিপিআইআইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা এদিনের বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতে দু'রকম কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। তা দেশেই উৎপাদন করা হয়। হায়পদরাবাদে কোভ্যাকসিন তৈরি করে ভারত বায়োটেক। পুনের সেরাম ইনস্টিটিউট তৈরি করে কোভিশিল্ড। এর পাশাপাশি স্পুটনিক ফাইভ নামে একটি রাশিয়ান ভ্যাকসিনকেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। হায়দরাবাদের ভিরচাউ বায়োটেক নামে সংস্থাটি ওই ভ্যাকসিন তৈরি করবে।

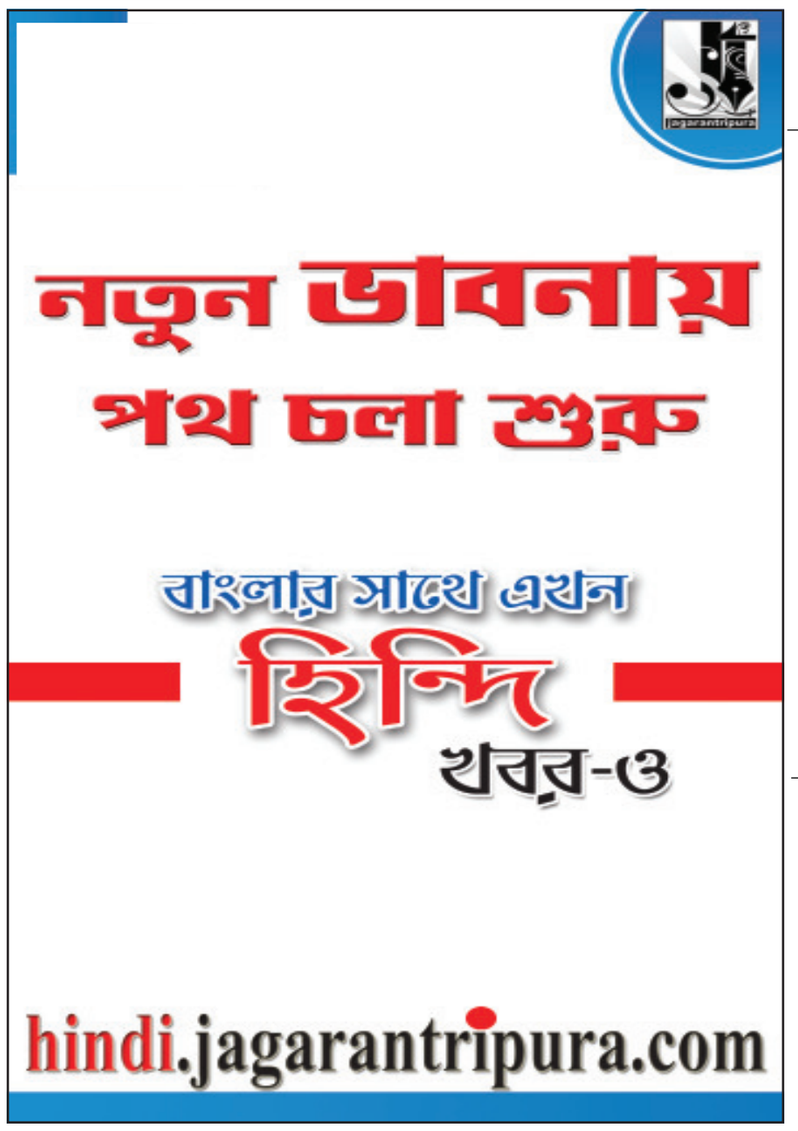

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।